গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৬ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ২৫ - ৩১ জুলাই, ২০১৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

রিজওয়ানুরের রহস্যজনক মৃত্যুতে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে শাস্তির বদলে পুরস্কার!

প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর খোলা চিঠি

রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১৬ জুলাই নিম্নের চিঠিটি পাঠান

আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, ২০০৭ সালে সি পি আই (এম) সরকারের আমলে রিজওয়ানুর রহমানের রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডে তৎকালীন পুলিশ কর্তা কলকাতা পুলিশের ডি সি (সদর) জ্ঞানবন্ত সিং-এর বিরুদ্ধে রিজওয়ানুরের পরিবারকে ভীতি প্রদর্শন, অন্যায় চাপ, খুনের ও সাজানো মামলার হুমকি দেওয়া প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ ছিল। সেই অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে আপনার সরকার ক্লিন চিট দিয়ে যেভাবে পদোন্নতি ঘটাল, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

২০০৭ সালের সেই নৃশংস ঘটনা নিশ্চয়ই আপনার ভুলে যাওয়ার কথা নয়। ধনী ব্যবসায়ী পরিবারের 'ধর্ম, কূল, মান রক্ষার স্বার্থে' সেই হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছিল। আর ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ছিল 'আইনশৃঙ্খলা' ও 'নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা' রক্ষক রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা। উপর্যুপরি জুলুম, চাপ ও খুনের হুমকির সম্মুখীন হয়ে রিজওয়ানুরের পরিবার সবিস্তারে সব জানিয়ে ও নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশ প্রশাসন এবং মানবাধিকার কমিশনের কাছে ব্যাকুল আবেদন জানানো সত্ত্বেও কোনও বিচার তাঁরা পাননি। বরং সেই পুলিশ কর্তারাই ধনী ব্যবসায়ী পিতার হয়ে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে কলকাতা পুলিশের হেডকোয়ার্টার লালবাজারে রিজওয়ানুরকে ডেকে নিয়ে সাজানো মামলার হুমকি দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জোর করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে পুলিশের গাড়িতে তুলে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এর কয়েকদিন পর রিজওয়ানুরের

সাতের পাতায় দেখুন

উদ্বাস্তু শিবিরে থেকেও রেহাই নেই প্যালেস্টিনীয়দের

জর্ডন নদীর এক পাড়ে গাজা উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাসকারী দেড় লক্ষ প্যালেস্টিনীয়র ঘর-বাড়ি জ্বলছে, ইজরায়েলি বিমান ও এখন স্থলপথের সেনা আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়েছে। ২০ জুলাই রবিবার একদিনেই মৃত্যু হয়েছে ৮২ জন প্যালেস্টিনীয়র। এদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু-কিশোর; অর্থাৎ বেসামরিক জনতা। তবুও ভারতের নয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কণ্ঠ দিয়ে ইজরায়েলের নিন্দা দূরের কথা, আক্রান্ত, নিহত প্যালেস্টিনীয়র প্রতি সমবেদনাও প্রকাশ পায়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেও বিজেপি সরকার এমনকী এ নিয়ে সংসদে আলোচনা পর্যন্ত চায়নি।

বিজেপি-র সরকারি মুখপত্র বলেছেন, পার্লামেন্টে গাজার সমস্যা আলোচনা করে তাঁরা 'মিত্র দেশের' বিরাগভাজন হতে চান না। ইজরায়েল মিত্র দেশ? ভালো কথা। কিন্তু, নিজেদের বাসভূমি থেকে গায়ের জোরে বিতাড়িত প্যালেস্টিনীয় জনগণ, যারা নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের

সাতের পাতায় দেখুন

সরকারি প্রশ্রয়েই বিপন্ন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা

মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলেন ছোট্ট ঘটনা, ছোট ছোট ছেলেদের ছোট্ট ভুল, বা বলেন দামাল ছেলেদের দস্যিপনা, বড় কোনও ব্যাপার নয়। কখনও বলেন সাজানো ঘটনা। সম্প্রতি বলেছেন, আরশোলা মরলেও নাকি সংবাদমাধ্যম লিখছে তৃণমূল মেরেছে! কিন্তু যে সব ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি এ কথাগুলি বলেছেন তার একটিকেও সাধারণ মানুষ ছোট্ট বা তুচ্ছ বলে মেনে নিতে পারছেন না। বিশেষত সিপিএম জমানার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিসগুলির অবসান মানুষ আশা করেছিলেন সেগুলি শুধু বহাল তবিয়তে থেকে গেছে তাই নয়, আরও বাড়ছে। খুন, ধর্ষণ, তোলাবাজি, চোলাই মদের ঠেক, সাট্টা জুয়ার রমরমা চলতে দেওয়া, দলীয় স্বার্থে দুষ্কৃতীদের প্রশ্রয় দান এ সব চলছেই। শাসকদলের নিজেদের বখরার লড়াই নিয়ে খুন পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। সিপিএম জমানার মতেই পুলিশ পুরোপুরি শাসকদলের দাসে পরিণত হয়েছে।

পুলিশের দলদাসত্বের সবচেয়ে বড় উদাহরণ মনিরুল ইসলাম এবং অনুব্রত মণ্ডলের প্রতি পুলিশের স্নেহের ফল্গুধারা। ৩ জুন ২০১০, বীরভূমের লাভপুরের তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের বাড়িতে তিনজনকে পিটিয়ে খুন করা হয়। ২১ জুলাই ২০১৩, সাঁইথিয়ায় এক জনসভায় দাঁড়িয়ে মনিরুল ইসলাম নিজের 'পায়ের তল দিয়ে পিষে' তিনজনকে হত্যা করার কথা বীরদর্পে ঘোষণা করেন। অথচ রাজ্য পুলিশের পেশ করা চার্জশিটে তাঁর নাম নেই। একই ভাবে, একই দিনে বীরভূমেরই পাড়ুই গ্রামে জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল নির্দল প্রার্থীদের ঘরে আগুন লাগানো এবং বাধা দিতে এলে পুলিশকে বোমা মারার জন্য প্রকাশ্য জনসভাতেই নির্দেশ দেন তাঁর অনুগামীদের। পরদিনই তাঁর দেখানো পথে নির্দল প্রার্থী হৃদয় ঘোষের বাবা সাগর ঘোষকে গুলি করে খুন করে তৃণমূল বাহিনী। সেই মামলার তদন্তের জন্য গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট তাদের চার্জশিট থেকে অনুব্রতর নাম বাদ দিয়েছে। পুলিশের এই কাজকে সমর্থন করে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী বলেছেন, চার্জই নেই তো চার্জশিট হবে কেন? কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছে অনুব্রত মণ্ডল, মনিরুল ইসলামদের কেন পুলিশ গ্রেপ্তার করছে না! কোর্টই প্রশ্ন তুলেছে, মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদি হাত এঁদের মাথার উপর থাকার

দুয়ের পাতায় দেখুন

আগস্ট

সর্বহারার মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ

স্মরণ দিবসে

সমাবেশ

রানি রাসমনি এ্যাভিনিউ • বিকাল ৪টা

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড সৌমেন বসু

SUCI (COMMUNIST)

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে বাঙ্গালোর প্রবল বিক্ষোভ

বাঙ্গালোরে পাঁচ বছরের এক স্কুল ছাত্রীকে স্কুল চত্বরেই ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে বাঙ্গালোর শহর। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ। অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে ১৭ জুলাই এ আই এম এস এস, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে এক বিশাল বিক্ষোভ-অবস্থান অনুষ্ঠিত হয় বাঙ্গালোর শহরে। অবস্থানে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এইচ এস দোরেস্বামী তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়েও উপস্থিত হন। তিনি বলেন, মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ দমনে সরকারকে দৃঢ় ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন এ আই এম এস এসের কর্ণাটক রাজ্য সভানেত্রী কমরেড জাহিদা শারিন, এ আই ডি এস ও-র সভাপতি কমরেড ভি এন রাজশেখর, এ আই ডি ওয়াই ও-র সভাপতি কমরেড শ্রীবিজয়। বক্তারা বলেন, সংবাদমাধ্যমে অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার ছাত্র-যুব সমাজের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে। তাঁরা বলেন, কংগ্রেস বা বিজেপি নারীর নিরাপত্তার প্রশ্নে যত বড় বড় কথাই বলুক, বাস্তবে তা কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া আর কিছু নয়।

মূল্যবৃদ্ধির আগুনেই হাওয়া দিচ্ছে মোদি সরকার

লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস সরকারের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিকে কটাক্ষ করে বিজেপি প্রচারের ঝড় তুলেছিল। বহু সাধারণ মানুষ বিজেপির প্রচারে ভেবেছিলেন মূল্যবৃদ্ধি রোধে হয়ত মোদি সরকার কার্যকরী কিছু করবে। কিন্তু কোথায় কী ! শাসনের শুরু থেকেই একের পর এক মূল্যবৃদ্ধির বোঝা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে চলছে মোদি সরকার।

মূল্যবৃদ্ধি কী হারে হয়েছে তার একটি পরিসংখ্যান ১১ জুলাই 'এই সময়' পত্রিকা তুলে ধরেছে। ২০০৭-২০১৪, এই আট বছরে গড় বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৯.১৮৫ শতাংশ। এই সময়টায় কেন্দ্রে ছিল মনমোহন সিং সরকারের শাসন। শেষ দু'মাস ধরে মোদির শাসন। ধারাবাহিকভাবে মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেখা যাচ্ছে ২০০৭ সালে ১০০ টাকার মূল্য এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৪৯.৫০ টাকা। অর্থাৎ ৮ বছর আগের জীবনযাত্রা ধরে রাখতে হলে এখন খরচ করতে হবে দ্বিগুণ। কিন্তু জনগণের আয় কি বেড়েছে? সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আয় বাড়েনি। মুষ্টিমেয় সংখ্যক সাধারণ মানুষ যাদের আয় বেড়েছে, তাদেরও মূল্যবৃদ্ধির সমানুপাতে আয় বাড়েনি। ফলে বিলাসদ্রব্যই হোক বা ভোগ্যপণ্য, তার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমাতে হচ্ছে। উচ্চবিত্ত কিছু মানুষ বাদ দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের এই হল আর্থিক অবস্থার চিত্র।

সংসদে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম ভাষণে নরেন্দ্র মোদি মূল্যবৃদ্ধি রদ করার কথা বলেও ছিলেন। কিন্তু দেশের মানুষ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করল, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের কোনও চেষ্টা দূরে থাক, রেলবাজেট পেশ করার কয়েক দিন আগেই রেলে যাত্রীভাড়া ও পণ্যমাশুল বাড়িয়ে দেওয়া হল। মূল্যবৃদ্ধির আগুনে ঘৃতাহুতিই দেবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, অর্থনীতির হাল ফেরাতে তিক্ত দাওয়াই-ই দিতে হবে। অর্থাৎ দেশের মানুষকে মেনে নিতে হবে ভাড়াবৃদ্ধি, পণ্যমাশুল বৃদ্ধি। তাঁদের বক্তব্য, সাধারণ বাজেটে যে ৭,৫২৫ কোটি টাকা পরোক্ষ কর জনগণের ঘাড়ে চাপানো হল, তা মেনে নাও। তাঁরা আরও ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন, সারে, পেট্রোপণ্যে, খাদ্যে ভরতুকি ধীরে ধীরে কমিয়ে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু এর ফল কী দাঁড়াবে? সারে ভরতুকি তুলে দিলে কৃষি পণ্যের দাম বাড়বে, পেট্রোপণ্যে ভরতুকি তুলে দিলে পরিবহণের খরচ বহুগুণ বাড়বে যা আখেরে মূল্যবৃদ্ধির আগুনে আরও ঘি ঢালবে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরও কমবে। বাজার সংকোচন ঘটবে। শিল্পোৎপাদন কমাতে হবে। অর্থনীতি আরও মন্দার কবলে পড়বে। ফলে এই তিক্ত দাওয়াই অর্থনীতিকেও বাঁচাবে না, মানুষের জীবনকেও আরও তেতো করে ছাড়বে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ মজুতদারি, কালোবাজারি ও ফাটকাবাজি। এ সব বন্ধে মোদি বিগ্রেডের কোনও ভাবনা নেই। মজুতদার, কালোবাজারি, ফাটকাবাজ ও পুঁজিপতিদের বিপুল মুনাফা পাইয়ে দিতে বিজেপি এমনই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, মূল্যবৃদ্ধির এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেই অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলছেন, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। ৭ জুলাই রাজ্যসভায় তাঁর বাণী, "জিনিসপত্রের দাম যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। অযথা প্যানিক ছড়ানো হচ্ছে।"

জ্যোতি আলু ১৮ টাকা, বেগুন ৬০ থেকে ৭০ টাকা, ঝিঙে ৩০ টাকা, পেঁয়াজ ৪০ টাকার আশে পাশে। এর নাম কি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ? সম্প্রতি বণিকসভা অ্যাসোচেম সারা দেশে ৩৩টি বাজারে সমীক্ষা করে দেখেছে, পাইকারি দরের চেয়ে ৪৮.৮ শতাংশ বেশি দামে আনাজ বিক্রি হচ্ছে খুচরো বাজারে। বৃহৎ ব্যবসায়ীরা চাষিদের থেকে নামমাত্র দামে কিনে মূল্য অনেক বাড়িয়ে বিক্রি করছে খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে। স্তরে স্তরে এইভাবে দামবৃদ্ধির ফলে সাধারণ ক্রেতাকে অগ্নিমূল্যে খাদ্যদ্রব্য কিনতে হচ্ছে। সরকার এসব বন্ধে কোনও ভূমিকা নিচ্ছে না।

দেশের মানুষ গভীর দুঃখে এবং অভিমানে বলেন, মূল্যবৃদ্ধি কেউই রোধ করতে পারবে না। কারণ, তাঁরা চোখের সামনে দেখছেন জওহরলাল নেহেরু কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলানোর কথা বললেও দীর্ঘ কংগ্রেসি শাসনে কোনও কালোবাজারির শাস্তি হয়নি। এ রাজ্যে ৩৪ বছরের সিপিএম শাসনেও জিনিসপত্রের মূল্য চড়চড় করে বেড়েছে। তৃণমূলও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যত কিছু করছে না। বিজেপিও মূলবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের আশা জাগিয়ে উল্টোটাই করছে। এসব দেখে গভীর দুঃখে জনগণ বলেন, মূল্যবৃদ্ধি কেউই রোধ করতে পারবে না। এ কথার মধ্যে একটা সত্য অবশ্যই আছে। সেটা কী? সেটা হল এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থক সরকারগুলি কেউই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে পারবে না। কারণ, মূল্যবৃদ্ধি পুঁজিবাদী-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপজাত ফসল। ঠিক যেমন মুদ্রাস্ফীতি। পুঁজিবাদ যে মুনাফাকে উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য করেছে, সেই মুনাফার অন্যতম সহজ এবং প্রধান উপায় মূল্যবৃদ্ধি। অপরদিকে পুঁজিবাদী সরকারগুলির নিয়ন্ত্রক দলগুলিই কালোবাজারি, মজুতদার, ফাটকাবাজদের প্রধান মদতদাতা। এই পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখলে মূল্যবৃদ্ধি আরও ব্যাপকভাবে ঘটবে, জীবনে নাভিশ্বাস উঠবে। তাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-র পরিষ্কার বক্তব্য, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করলে মূল্যবৃদ্ধির জ্বালা থেকে বাঁচার রাস্তা নেই। সমাজতন্ত্র দেখিয়ে দিয়েছিল কীভাবে বছরের পর বছর মূল্যস্তরকে একই জায়গায় স্থির রাখা যায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সীমিত ক্ষেত্রে হলেও সরকার চাইলে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। খাদ্য, ওষুধের মতো জীবনদায়ী পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চালালে অন্তত কিছুটা স্বস্তি দেওয়া সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালুর এই গুরুত্বপূর্ণ দাবিটি এস ইউ সি আই (সি) বারবার তুললেও পশ্চিমবঙ্গের বিগত সরকারগুলি এবং কেন্দ্রের ইউ পি এ বা এন ডি এ সরকার বরাবরই উপেক্ষা করে গেছে বৃহৎ খাদ্য ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। মূল্যবৃদ্ধি রোধে আজ সরকারকে বিন্দুমাত্র সক্রিয় করতে হলেও ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

বিপন্ন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা

একের পাতার পর

জন্যই কি পুলিশ ছুঁতে ভয় পায় তাদের ! মুখ্যমন্ত্রী যে 'লাস্ট অবধি' 'ভালো সংগঠক' অনুব্রতদের অক্সিজেন দিতে প্রস্তুত তা রাজ্যের মানুষের কাছে আরও আতঙ্কের। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত পাড়ুই মামলার বিচারের দায় থেকে অব্যাহতি চেয়ে যেভাবে আমৃত্যু এই মামলার কথা মনে রাখবেন বলে উল্লেখ করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। এ মামলার আদৌ কোনও সঠিক বিচার হবে কি না জনমনে সে প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্য পুলিশের প্রধান নিজে এই মামলার দায়িত্বে ছিলেন, সেই মামলাতেই পুলিশ অভিযুক্ত শাসকদলের নেতাদের ছুঁতে ভয় পাচ্ছে, সাধারণ পুলিশ কর্মচারীদের অবস্থা তাহলে কেমন !

গত ৫ জুলাই উত্তর ২৪ পরগণার বামনগাছির প্রতিবাদী যুবক সৌরভ চৌধুরীকে নৃশংসভাবে খুন করেছে চোলাই মদ-সাট্টা-জুয়ার কারবারি শ্যামল কর্মকারের দল। এই শ্যামলকে প্রশ্রয় দেওয়া, তার তোলাবাজি এবং নানা ধরনের অসামাজিক কাজে মদত দেওয়া, তাকে এলাকার মানুষের রোষ থেকে রক্ষা করা থেকে শুরু করে তাকে পালাতে সাহায্য করার কাজে পর্যন্ত যারা যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে, তারা সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী। পুলিশ কী করেছে? এলাকার মানুষ বলছেন, পুলিশ সৌরভের খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অবরোধে লাঠি চালাতে যতটা তৎপর ছিল, শ্যামলের দলবলকে গ্রেপ্তার এবং এলাকায় দুষ্কৃতীরাজ বন্ধের কাজে ততটাই নিষ্ক্রিয়। জনমতের চাপে পুলিশ শ্যামল সহ কয়েকজনকে শেষপর্যন্ত গ্রেপ্তার করলেও সাট্টা, মদ, জুয়ার ঠেক রমরমিয়ে চলছে।

এখানেই শেষ নয়। তৃণমূল সাংসদ তাপস পাল নদীয়ার নাকাশিপাড়ায়, তেহট্টে বিরোধীদের ঘরে দলের ছেলেদের ঢুকিয়ে দিয়ে 'রেপ করিয়ে' দেওয়ার, হাত-পা কেটে নেওয়ার, খুন করার হুমকি দিয়েছেন পুলিশ শুনতে পায়নি ! অথচ কলকাতা হাইকোর্ট প্রশ্ন তুলেছে খুন-ধর্ষণের হুমকি দেওয়া কি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না? রাজ্যের প্রশাসনিক এবং সরকারি কর্তারা কোনও উত্তর দেননি। সিন্ডিকেটের ভাগের বখরা নিয়ে তৃণমূলেরই বিবাদমান গোষ্ঠীর মধ্যে বোমা-গুলির লড়াই চলছে। দমদমে একজন তৃণমূল কর্মী দলের অপর গোষ্ঠীর হাতে খুন হয়েছেন। যা নিয়ে রাজ্যের এক সিনিয়ার মন্ত্রী আবার বলেছেন, এ সব দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, আমরাই বুঝে নেব। শুধু যদি তিনি দয়া করে বলে দিতেন, তাঁদের 'আভ্যন্তরীণ ব্যাপার' যখন খুনোখুনিতে পরিণত হয়ে রাস্তায় নামে তখন এই বোমা-গুলির লড়াইয়ের মধ্যে সাধারণ মানুষ প্রাণ নিয়ে বাঁচবে কী করে? পুলিশ এই ক্ষেত্রেও মূক-বধিরের ভূমিকাই নিয়ে চলেছে।

রাজ্যের সর্বত্রই খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীদের শাস্তি হয়নি। কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, গাইঘাটার ধর্ষক ও খুনিদের শাস্তি না হওয়ায় দুষ্কৃতীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সুটিয়া গণধর্ষণ মামলার মূল সাক্ষী প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের খুনের সাথেও জড়িয়ে রয়েছে শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের নাম। তাদের কারও শাস্তি হয়নি। সিপিএম আমলে যেমন মদ, জুয়া, সাট্টার মালিকদের এবং তোলাবাজদের মূল আশ্রয়দাতা ছিল ওই দল, এখন সেই ভূমিকা নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। হাওড়ার হোটেলে তোলা আদায়ের হুমকির পরিণতিতে হোটেল মালিকের মৃত্যুর ঘটনাতেও অভিযুক্তরা সকলেই তৃণমূলের স্থানীয় নেতা এবং কর্মী। এমনকী কলেজে ভর্তির জন্যও এখন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা পাঁচ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত তোলা আদায় করছে। নদীয়ার ভক্তবালা বি এড কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত আসনে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার নামে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতারণা করে কয়েক লক্ষ টাকা কামিয়েছে। সেই অভিযোগের তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করেছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আধিকারিক, তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশও বুঝেছে যত অপকর্মই কর না কেন মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর কাছের কোনও নেতার সুনজরে পড়তে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই। কলকাতার কড়েয়া থানার এক পুলিশ অফিসারের ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতী শাহজাদার ধর্ষণের মতো দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে থানার সামনে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন আমিনুল ইসলাম। সেই পুলিশ অফিসারের প্রমোশন হয়েছে, শাহজাদাও কিছুদিন জেল খেটে পুলিশের বদান্যতায় ছাড়া পেয়ে গেছে। একইভাবে রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুর জন্য অন্যতম দায়ী পুলিশ অফিসার জ্ঞানবন্ত সিংকে তৃণমূল সরকার শাস্তির বদলে পুরস্কার দিয়েছে। রিজওয়ানুরের মৃত্যু নিয়ে সারা রাজ্য জুড়ে ওঠা প্রবল গণবিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ভোট কুড়িয়েছে তৃণমূল। রিজের দাদাকে এমএলএ করে সহানুভূতির বাতাস লাগাতে চেয়েছে তাদের পালে। আবার ভোট মিটে যেতে তাদের এখন দরকার বিশ্বস্ত পুলিশ অফিসারদের, যারা নিজের আখের গোছানোর জন্য সরকারি নেতাদের যে কোনও দুষ্কর্মে মদত দিতে পিছপা নয়। তাই সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে বিধান নগর কমিশনারেটের বশংবদ যে পুলিশ অফিসার সারদা কেলেঙ্কারি থেকে ফয়দা ওঠানো তৃণমূল নেতাদের বাঁচানোর লক্ষ্যেই তদন্তের প্রহসন চালিয়েছেন, সেই অফিসারকে জেলা পুলিশ সুপারের পদে উন্নীত করে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সিপিএম-এর মতোই তৃণমূল দলটির সাথে যে সমস্ত রকমের দুষ্কর্ম সমার্থক হয়ে গেছে সে কথা নিজেই বলেছেন তৃণমূলের বিধায়ক তথা যুব তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পুত্র শুভ্রাংশু রায়। তাঁর কথায়— 'কে গরুর ব্যবসা করবে, কে কয়লার ব্যবসা করবে (পড়ুন পাচার করবে), কে সাট্টা জুয়ার ঠেক চালাবে, এই নিয়ে ব্যস্ত। আমরা নেতারাই অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রশ্রয় দিচ্ছি। এই নিয়েই খুন।' যে কারণেই তিনি এই কথা বলে থাকুন না কেন, এর মধ্য দিয়ে রাজ্যের প্রকৃত পরিস্থিতিটা আবার প্রকট হয়ে গেছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষ কী করবেন? এই রকম শ্বাসরোধকর পরিস্থিতির অবসান চেয়েছিলেন বলেই তো তাঁরা সিপিএমকে শাসন ক্ষমতা থেকে হঠাতে চেয়েছিলেন। তৃণমূল সেই আশার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মার খেতে খেতে, ঘরের মা-বোনেদের উপর অত্যাচার দেখেও ভয়ে কাঁটা হয়ে থেকে আবার একটা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকাটাই কি জনগণের ভবিতব্য ! নাকি সমস্ত শুভবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষ ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজবিরোধী কার্যকলাপে শাসকদলের মদত বন্ধ করা ও পুলিশের যথাযথ নিরপেক্ষ ভূমিকার দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য এগিয়ে আসবেন, সক্রিয় ভূমিকা নেবেন? আজ এই প্রশ্নের উত্তরটা খুব জরুরি হয়েই দেখা দিয়েছে। কেন না এর উত্তরের উপর নির্ভর করছে, আবার একটা নতুন সরকার এসে জনগণের সঙ্গে একইরকম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে কি না।

মার্কিন সামরিক অ্যাকাডেমিতে

ওবামার মিথ্যাভাষণ

গত ২৮ মে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ওয়েস্ট পয়েন্টে আমেরিকান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে এক উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তাতে অতীত ও বর্তমানের বীর মার্কিন যোদ্ধাদের মহত্ত্বের উল্লেখ করে তিনি অতীতের মার্কিন সামরিক সাফল্যের একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে বর্তমান মার্কিন সামরিক নীতি ব্যাখ্যা করেন। বিশ্ব অর্থনীতিতে আমেরিকা কীভাবে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করছে, তা উপস্থাপনা করেন। উদীয়মান সামরিক শক্তি রাশিয়া ও উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি চীনের সঙ্গে বিরোধ-সংঘর্ষের একটি রূপরেখাও তুলে ধরেন।

কিন্তু, আমেরিকার নিউ ইয়র্কের বিংহামটন ইউনিভার্সিটির সমাজবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর জেমস পেট্রাস এই ভাষণের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন, মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই ভাষণটি আগাগোড়া মিথ্যা ও ফাঁপানো তথ্যে ভরা এবং বিগত দশক ব্যাপী বিশ্বে মার্কিন মিলিটারির যে সাফল্যের কথা ওবামা তাঁর ভাষণে বেশ গর্ব করে বলেছেন, তাও স্রেফ বানানো। শুধু বিরোধিতা করাই নয়, যে মিলিটারি অ্যাকাডেমির গ্র্যাজুয়েটদের সামনে ওবামা ভাষণটি দিয়েছিলেন, তাদের কাছেই তিনি একটি খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন বিষয়টিকে যুক্তি ও উদাহরণ সহযোগে তুলে ধরে। সামাজিক ন্যায়ের দাবি নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রামে, বিশেষ করে ব্রাজিলের ভূমিহীন শ্রমজীবীদের আন্দোলনে ১১ বছর ধরে প্রফেসর পেট্রাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৩-৭৬ পর্যন্ত লাতিন আমেরিকায় দমন-পীড়ন বিষয়ে গঠিত বার্ট্রান্ড রাসেল ট্রাইবুনাল-এর তিনি সদস্যও ছিলেন। মেক্সিকোর সংবাদপত্র 'লা জোর্নাডা'-তে একটি মাসিক কলামে তিনি নিয়মিত লেখেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন জনগণের স্বার্থ রক্ষার প্রেক্ষিতে তিনি চিঠিটি লিখেছেন।

মার্কিন মিলিটারির ব্যর্থতা

মার্কিন মিলিটারির সাফল্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তিনি লিখেছেন, তালিবানদের থেকে বিশ্বকে, বিশেষ করে আমেরিকাকে রক্ষা করতে হবে— অজুহাত দিয়ে মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানকে আক্রমণ করল এবং বহু রক্তক্ষয় ঘটিয়ে ও জীবনহানি করে আফগানিস্তান দখলও করল। কিন্তু, তারপর ১৩ বছর কেটে গেলেও আমেরিকা তালিবানদের জয় করতে পারেনি। সেখানে ধ্বংসের কিনারায় একটা দুর্বল পুতুল সরকারকে বসিয়ে রেখে মার্কিন সেনাবাহিনীকে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে আসতে হচ্ছে। এর নাম সাফল্য? সাদ্দাম হোসেন ইরাকে বিধ্বংসী পরমাণু বোমা বানিয়েছে, তার থেকে আমেরিকা ও বিশ্বকে রক্ষা করতে হবে— বিশ্বময় এই ডাহা মিথ্যা তথ্য প্রচার করে ইরাকের উপর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল মার্কিন বাহিনীকে। ধর্মীয় হানাহানি মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম ইরাককে কার্যত ধ্বংস করে, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশ্রয়হীন ও ক্ষতবিক্ষত করে অবশেষে আমেরিকা বাধ্য হয়ে ইরাক থেকে তার সেনা সরিয়ে নিয়েছে। এখন দেশটি ভিখারির পর্যায়ে এবং সাধারণ মানুষের জীবন রক্তাক্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার। লিবিয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা যুদ্ধজোট ন্যাটোকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ গদ্দাফি সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে। দেশটাকে পুরো ধ্বংস করে সেখানে তিনি ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদেরই ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছেন। গোষ্ঠী সংঘর্ষ সেখানে চরমে। একে কি আদৌ সাফল্য বলা চলে?

চিঠিতে তিনি বলেছেন, প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েল— রাষ্ট্র দুটির মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার প্রশ্নে মার্কিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ বললে কম বলা হয়, লজ্জাজনকভাবে ব্যর্থ। প্যালেস্টাইনের আরও এলাকা দখলের লক্ষ্যে ইজরায়েলের শাসকদের যে মতলব, তার পিছনেই মদত জুগিয়ে চলেছে মার্কিন প্রশাসন ও তার প্রেসিডেন্ট। শুধু তাই নয়, মধ্য প্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় ইজরায়েলকে কাজে লাগাতে মার্কিন জনগণের ট্যাক্সের টাকায় ইজরায়েলি শাসকদের ক্রমাগত সমরাস্ত্রে সজ্জিত করে চলেছে মার্কিন প্রশাসন। এর থেকে আমেরিকার সাধারণ মানুষের কী উপকার হল?

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার লড়াইয়ের স্লোগান রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাবার অজুহাত মাত্র

প্রফেসর পেট্রাস ওই খোলা চিঠিতে বলেছেন, ওবামা মুখে 'সন্ত্রাসবাদ'-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বললেও বাস্তবে তাদের নীতি ও কার্যকলাপ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদকেই মদত জোগাচ্ছে। তিনি বলেন, লিবিয়ার গদ্দাফি সরকারকে উৎখাত করতে মার্কিন প্রশাসন ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র জুগিয়েছে এবং দেশটিকে চরম বিশৃঙ্খলায় ডুবিয়ে দিয়েছে। সিরিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ আসাদ সরকারের শাসনকে খতম করতে ও তার দখল নিতে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়ে চলেছে। মিশরের গণতান্ত্রিক মানুষের বিক্ষোভকে স্তব্ধ করতে এবং হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনগণকে খুন করতে, দেশের সামরিক শাসকদের ১৫০ কোটি ডলারের সামরিক সাহায্য দিয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ওবামা প্রশাসন ইউক্রেন-এর নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করতে মদত দিয়েছে ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গণতন্ত্রী ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিশ্বাসী অসামরিক জনগণের উপর কিয়েভ-এর সামরিক স্বৈরাচারী শাসকদের বোমাবাজিকে সমর্থন করেছে। ওবামার 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই'য়ের স্লোগান আসলে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানোর পক্ষে একটা অজুহাত মাত্র। নানা দেশের যে কোনও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সমস্যায় মার্কিন প্রশাসন নাক গলাচ্ছে, সেখানে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে এবং বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে আরও বেশি করে লেলিয়ে দিচ্ছে এবং চরম বিশৃঙ্খলা ডেকে আনছে।

মার্কিন বিদেশ নীতি মিলিটারি কেন্দ্রিক

পেট্রাস লিখেছেন, ওবামার মার্কিন প্রশাসনের বিদেশ নীতি মিলিটারি কেন্দ্রিক। ওবামা প্রশাসন এখন বায়ুসেনা ও স্থলসেনার বৃহত্তর বাহিনী গড়ে তোলার কাজে এবং রাশিয়ার সীমানা ঘেঁষা বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিতে ও পোল্যান্ডে এমন সামরিক ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত রয়েছে, যার পুরোটাই রাশিয়াকে প্ররোচিত করার মতলবে পরিচালিত।

দেশের অভ্যন্তরে ওবামার জনপ্রিয়তা তলানিতে। বিশ্ব জুড়ে সামরিক ক্রিয়াকলাপের খেল দেখিয়ে তিনি নিজের ক্ষমতা দেশবাসীর কাছে জাহির করতে চাইছেন। চীনের সমুদ্র উপকূলে তিনি মার্কিন নৌবাহিনীকে সম্প্রসারিত করছেন চীনকে চাপে রাখার লক্ষ্যে। পেট্রাস বলেছেন, লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে সর্বাধিক বাজার আমেরিকার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে চীন। আমেরিকার সামনে চীন কোনও সামরিক চ্যালেঞ্জ নয়, বরং সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ। এটি সম্প্রসারণবাদী কোনও সামরিক শক্তি হিসাবেও উঠে আসছে না। নিজের দেশের সীমানা পেরিয়ে ৭৫টি দেশে হাজার হাজার সামরিক ঘাঁটি সে বানাচ্ছে না, বা সেই দেশগুলিতে বিশেষ সামরিক বাহিনীও নিয়োগ করছে না। রাষ্ট্রটি কোনও সামরিক জোট পর্যন্ত গড়ছে না, এবং নিজ দেশের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের দেশগুলি দখলও করছে না, যেমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করে চলেছে। অথচ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা দক্ষিণ চীন সাগরে বিতর্কিত কয়েকটি পাহাড়কে কেন্দ্র করে চীনকে প্ররোচিত করছেন। সেখানে মার্কিন সামরিক শক্তির সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছেন।

মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের অনিবার্য পরিণাম বিশৃঙ্খলা ও দুঃখ-দুর্দশা

মিলিটারি অ্যাকাডেমির ভাষণে ওবামা বলেছেন, 'বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন নেতৃত্ব অপরিহার্য।' প্রফেসর পেট্রাস মার্কিন পরিকল্পিত বিশ্ব ব্যবস্থার চিত্র উদঘাটিত করে দেখান ও বলেন, দেশে দেশে আমেরিকার নগ্ন সামরিক হস্তক্ষেপের অনিবার্য পরিণাম চরম বিশৃঙ্খলা ও নির্মম দুঃখ-দুর্দশা। ইউক্রেনের কিয়েভে হিংস্র অভ্যুত্থানে ওবামা প্রশাসনের জড়িত হওয়ার ঘটনা এমনই একটা দৃষ্টান্ত। সেখানে নয়া ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে সামরিকবাহিনীর অশুভ আঁতাত ঘটিয়ে কোটি কোটি ডলারের এক চকোলেট ব্যবসায়ীর মতো জনবিচ্ছিন্ন শাসককে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। পরিণামে ইউক্রেন ভেঙে পড়ছে, পূর্বাঞ্চলের শহরগুলিতে বোমাবর্ষণ চলছে, অর্থনীতির পতন ঘটেছে। গৃহযুদ্ধের বর্বরতায় ইউক্রেনে লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়ার আশঙ্কা। এক ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় ইউরোপের স্থায়িত্বকে বিপন্ন করে তুলতে চলেছে।

লিবিয়ার উপরে নির্বিচার বিমান আক্রমণ চালানোর পরিণামে সম্পূর্ণ জাতিটিই ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আমেরিকা সেখানে এমন এক দুনিয়া সৃষ্টি করেছে যেখানে, কমে আসা তেলের দখল নিয়ে রক্তচোষা যুদ্ধবাজরা নির্মম জিহাদিদের সঙ্গে লড়াই করছে। শুধু কি তাই? সিরিয়াতে বহু কষ্টে গড়ে তোলা একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের সামাজিক বন্ধন ও অর্থনীতিটাকেই মার্কিন মদতপুষ্ট ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা ধ্বংস করে দিয়েছে। 'বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন নেতৃত্বের' এই তো 'অপরিহার্য' পরিণাম!

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের কোনও বড় রাষ্ট্রই কিউবা ও ভেনেজুয়েলায় মার্কিন 'কর্তৃত্ব' মানছে না। এমনকী, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই শুধুমাত্র ফ্লোরিডার কিছু উন্মাদ ছাড়া আর প্রায় কোনও মার্কিন নাগরিকই কিউবা ও ভেনেজুয়েলা সংক্রান্ত মার্কিন নীতিকে সমর্থন করে না।

মার্কিন সেনা অফিসারদের কী কাজে লাগানো হচ্ছে

পেট্রাস লিখেছেন, মুখে শান্তির কথা বলতে বলতে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি সেরে ফেলা— মার্কিন প্রশাসন তথা ওবামার এই নীতি এখন উদঘাটিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন জনগণের স্বার্থ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এখন অন্য দেশে সামরিক অভিযান চালানোর জন্য মার্কিন সেনাবাহিনীর কমিশনড অফিসারদের পাঠানোর উদ্যোগ নিচ্ছেন। অফিসারদের কাজ হবে সেই সেই দেশগুলির সরকার বা শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করা। অথচ, এই গণঅভ্যুত্থানের পেছনে রয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী জনগণের সমর্থন। দুর্নীতিপরায়ণ ধনকুবেরদের ক্ষমতার মসনদে টিকিয়ে রাখতে এবং বিদেশি পুঁজির স্বার্থরক্ষার্থে মার্কিন সেনাদের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকাকে স্থানীয় জনগণ ঘৃণার চোখেই দেখবে।

সেনাদের হুকুম করা হচ্ছে, মার্কিন প্রশাসনকে রক্ষা করতে হবে। এই প্রশাসন কী করেছে? সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় গড়া আমেরিকার জাতীয় কোষাগারকে লুঠ করে বিশ্বের ১৫টি বৃহৎ জালিয়াত ব্যাঙ্ককে বিপুল অর্থ অনুদান জুগিয়েছে। ২০১২-১৩ আর্থিক বর্ষে জালিয়াতি ও প্রতারণার দায়ে একদিকে এই ব্যাঙ্কগুলোর ৭৫ বিলিয়ন ডলার বা ৭,৫০,০০০ কোটি টাকা জরিমানা হয়েছে এবং অন্য দিকে এদের প্রধান কর্তারা (চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসাররা) বিপুল বোনাস ও সম্পদ কামিয়েছে। কমিশনড অফিসারদের বলা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে ইজরায়েল রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করতে। পরিণাম কী? অনিবার্যভাবেই বহু সেনার জীবন যাবে, বহু সেনার শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উড়ে যাবে বা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, বহু মানুষ সারা জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যাবে। কমিশনড অফিসারদের পাঠানো হবে পোলান্ডের কমান্ড বেস-এ রাশিয়ার উপর সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্র হানবার জন্য। তাদের ইউক্রেনে পাঠানো হবে সে দেশের মানুষদের ব্যাপক হারে খুন করতে নয়া নাৎসিদের বাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য।

প্রফেসর পেট্রাস মার্কিন কমিশনড অফিসারদের উদ্দেশে বলেছেন, 'গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ উন্নয়নের পথে আমেরিকাকে গড়ে তোলার যে আশা-আকাঙ্খা আপনাদের অন্তরে আছে, তার ছিটেফোঁটাও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে নেই। ওয়াশিংটনের আরামচেয়ারে বসা সমরনায়ক ও হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী লুঠেরাদের মতলব হাসিল করার লক্ষ্যে অন্যায় যুদ্ধে আপনাদের পাঠানো হবে।'

ওই চিঠির সব শেষে তিনি কমিশনড অফিসারদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'আপনাদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা। একদিকে রয়েছে— রক্তমাখা সাম্রাজ্য তথা সিংহাসন রক্ষায় সশস্ত্র মস্তানের কাজ করা, অন্য দিকে আছে, এ সব ছেড়ে আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো। সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন জনগণ বিশ্বাস করেন, দেশের বর্তমান যারা পরিচালক সেই সব জনসমর্থনহীন ধনকুবেরদের অর্থ-সম্পদ ও শক্তির জনগণের মধ্যে পুনর্বণ্টনের কাজেই আমেরিকার 'নেতৃত্ব' পরিচালিত হওয়া উচিত।'

গুজরাটে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের জয়

গুজরাটের ভদোদরায় একমাত্র এম এস ইউনিভার্সিটিতেই কিছুটা কম খরচে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে পারে। কারণ, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি ধরাছোঁয়ার বাইরে। সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হতেই আন্দোলনে নেমেছে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও। ব্যাপক প্রচারাভিযান, 'সন্দেশ যাত্রা'র মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সংগঠিত করে উপাচার্য, ইউ জি সি-র চেয়ারম্যান ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রিভিউ কমিটি গঠন করার সুপারিশ করতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের চাপে রিভিউ কমিটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট পঞ্চাশ শতাংশ ফি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্ধিত ফি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার দাবিতে এ আই ডি এস ও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

বিক্ষোভরত ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির কাছে তাদের দাবি তুলে ধরছেন

শিক্ষাঙ্গনে ধর্ষণ-খুন ঃ বেসরকারিকরণের ভয়াবহ পরিণতি

লাশ কাটার কথা ছিল যাঁর তিনি নিজেই হয়ে গেলেন লাশ। ঘটনাটা উত্তরপ্রদেশের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে। মোরাদাবাদ শহরের কুখ্যাত জুয়াড়ি সুরেশ জৈন-এর মালিকানাধীন টি এম ইউনিভার্সিটিতে গত বছর ৬ জুলাই লাশ হয়ে যান এম বি বি এস ছাত্রী নিরাজ ভাদানা। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু ছাত্রছাত্রী খুন হয়েছেন।

৬ জুলাই। এ আই ডি এস ও-র প্রতিবাদ সভা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রায়ই অবৈধভাবে ছাত্রছাত্রীদের জরিমানা করে, তা দিতে না পারলে হোস্টেল রুমে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়, ছাত্রীদের দেহ ব্যবসায় যেতে বাধ্য করা হয়। অভিযোগ, প্রতিবাদ করলে ধর্ষণ ও খুন পর্যন্ত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চ্যান্সেলর' পদে আসীন সুরেশ জৈন।

গত বছর ৬ জুলাই এভাবেই হোস্টেলে ধর্ষিতা হয়ে খুন হন নিরাজ। তার আগে ৮ জন ছাত্রী এভাবেই খুন হয়েছেন। নিরাজকে ধর্ষণের পর যে ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন, সেই নীতিন উপাধ্যায়কেও দিন দশেক পরে খুন করা হয়। গত মে মাসে সোবিত ভার্মা এবং শোয়েব খান নামে আরও দুই ছাত্র খুন হন।

নিরাজ হত্যার সিবিআই তদন্ত চলছে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও আন্দোলনে নেমেছে। নিরাজের মৃত্যুবার্ষিকীতে গত ৬ জুলাই উভয় সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে মোরাদাবাদে মিছিলের কর্মসূচি নেওয়া হয়। কিন্তু সিটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে ১৪৪ ধারা জারি করে মিছিল আটকে দেয়। পরে সংগঠনের উদ্যোগে এক স্মরণসভা আয়োজন করা হয় এবং মৃতদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। মোরাদাবাদে এই নৃশংস ঘটনা শিক্ষার বেসরকারিকরণের ভয়ঙ্কর পরিণামের একটি দিককে তুলে ধরল।

ছাত্রী নিগ্রহ রোধ, ভর্তি সমস্যা সমাধানের দাবিতে এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে

কলকাতা জেলা ছাত্র সম্মেলন

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল পুনঃপ্রবর্তন, নারী তথা ছাত্রী নিগ্রহ বন্ধে কড়া পদক্ষেপ, ভর্তি সমস্যার সমাধানের দাবি, শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে ১৯ জুলাই এ আই ডি এস ও'র একাদশ কলকাতা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ স্কোয়ারের প্রকাশ্য সমাবেশে শত শত ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-এর প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল, সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কমল সাঁই, কলকাতা জেলার সম্পাদক কমরেড ইমতিয়াজ আলম। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি কমরেড রাজকুমার বসাক। এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথচ চাকরি না পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অনশনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সিকিমের টাডং গভর্মেন্ট কলেজে ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানানো হয়।

কলেজ স্কোয়ারে প্রকাশ্য সমাবেশের একাংশ। (ইনসেটে) সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধিভবনে ২০ জুলাই প্রতিনিধি অধিবেশনে অংশ নেন প্রায় চার শতাধিক প্রতিনিধি। বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল ও কমরেড সুব্রত গৌড়ী এবং সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায় প্রমুখ। সম্মেলনে কমরেড সামসুল আলমকে সভাপতি ও কমরেড চন্দন সাঁতরাকে সম্পাদক করে ৫৭ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

আগরপাড়ায় হেপাটাইটিস রোধে চিকিৎসা শিবির

পানিহাটি পৌরসভার আগরপাড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলবাহিত ভাইরাল হেপাটাইটিস (জন্ডিস) রোগ মহামারীর আকার ধারণ করায় ৪ জুলাই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের সহযোগিতায় স্থানীয় আগরপাড়া বিদ্যাসাগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং মৈত্রী সংঘ। ডাঃ সজল বিশ্বাসের নেতৃত্বে ৬ জনের টিম ৩০৫ জন রোগীর চিকিৎসা করে এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। ১৩৪ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে ৬৯ শতাংশের রক্তে জন্ডিসের প্রমাণ মিলেছে। এলাকায় জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব কেমন তা বুঝতে ১২টি টিম এলাকায় সার্ভে করে। তিন দিন ধরে ৩,৩৩৫ জন ব্যক্তির মধ্যে সমীক্ষা করে প্রাপ্ত রিপোর্ট থেকে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র বলেন, পৌরসভার সরবরাহ জল খেয়েই অধিকাংশ রোগী এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

বিভিন্ন দাবিতে জয়নগরে বিক্ষোভ

আলু পেঁয়াজ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের এবং কেরোসিন, সার ও কীটনাশকের দাম কমানো, রেলভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল, শূন্যপদে নিয়োগ, সৌরভ চৌধুরীর হত্যাকারীদের শাস্তি, তাপস পালের সাংসদ পদ বাতিল ও তাকে গ্রেফতার, বৃদ্ধ ও বিধবাদের ভাতা প্রদান, আই এ ওয়াই প্রকল্পে প্রাপকদের টাকা বন্ধ না করা, খাকুড়দহ থেকে গোচরণ স্টেশন, জাঙ্গালিয়া সাহাপাড়া-শ্রীকৃষ্ণনগর, মোমরেজগড়-পুনপুয়া, জাঙ্গালিয়া গ্রামের রাস্তা, নীলকণ্ঠপুর-পুনপুয়া, শ্রীকৃষ্ণনগর হাট-দেওয়ানগঞ্জ রাস্তা নির্মাণ, সকলকে রেশনকার্ড দেওয়া, সংশোধিত বি পি এল তালিকা প্রকাশ, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা প্রাপকদের কাছ থেকে টাকা কেটে নেওয়া বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে ১১ জুলাই জয়নগর ১ নং বিডিও অফিস অভিযানে প্রায় পাঁচ শত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য কমরেড পাঁচু নস্কর। স্মারকলিপি পাঠ করেন কমরেড মিনা নস্কর। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুশীল মণ্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বি ডি ও-র সাথে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। কমরেড জগন্নাথ দাস, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অজয় সাহা, কমরেড আনারুল ইসলাম মোল্লা বক্তব্য রাখেন। দাবি না মানলে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে তাঁরা বাধ্য হবেন বলে জানান।

পালের সাংসদ পদ বাতিল ও তাকে গ্রেফতার, বৃদ্ধ ও বিধবাদের ভাতা প্রদান, আই এ ওয়াই প্রকল্পে প্রাপকদের টাকা বন্ধ না করা, খাকুড়দহ থেকে গোচরণ স্টেশন, জাঙ্গালিয়া সাহাপাড়া-শ্রীকৃষ্ণনগর, মোমরেজগড়-পুনপুয়া, জাঙ্গালিয়া

যুব রক্তদান শিবির

১২ জুলাই নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে রক্তদান শিবির। বহু যুবক রক্তদান করেন।

পাটুলি থানায় ডেপুটেশন

যাদবপুর সম্মিলিত বালিকা বিদ্যালয়ে শৌচালয়ের মধ্যে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবিতে ১৪ জুলাই পাটুলি থানায় ডেপুটেশন দেয় এ আই এম এস এস এবং এ আই ডি এস ও-র এক প্রতিনিধিদল। পাটুলি থানার ওসি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

মেদিনীপুরে সারা বাংলা বিজ্ঞান শিবির

'বিজ্ঞান ও কুসংস্কার' বিষয়ে সারা বাংলা বিজ্ঞান শিবির অনুষ্ঠিত হয় ২৮-২৯ জুন মেদিনীপুর শহরে। সমাজ জীবনে আজও যেভাবে অন্ধতা, কুসংস্কার ও মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার প্রভাব থেকে যাচ্ছে এবং বাড়ছে তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে তো বটেই এমনকী বহু শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও যুক্তিবাদী মনন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি গড়ে তুলেছে বিজ্ঞান আন্দোলন। আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে সোসাইটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল এই বিজ্ঞান শিবির। উপস্থিত ছিলেন সাত শতাধিক প্রতিনিধি। ২৮ জুন শিবির উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সত্যজিৎ সাহা। সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক আশিষ লাহিড়ী এবং সোসাইটির অন্যতম সহ সভাপতি সুব্রত গৌড়ী। ২৯ জুন সকালে প্রতিনিধিদের ৯টি গ্রুপে ভাগ করে গ্রুপ ডিসকাশন হয়। সব শেষে বক্তব্য রাখেন বেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির প্রাক্তন সম্পাদক ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডঃ সৌমিত্র ব্যানার্জী।

মহান ফ্রেডরিক এঙ্গেলস স্মরণে

মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক দর্শনের অন্যতম উদগাতা মহান ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের ১১৯তম মৃত্যু দিবস ৫ আগস্ট। এই উপলক্ষে এই মহান দার্শনিক ও শ্রমিক শ্রেণির পথপ্রদর্শকের স্মরণে কার্ল মার্কসের কন্যা এলিওনর মার্কস অ্যাভেলিং-এর লিখিত একটি রচনা যা এঙ্গেলসের ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে ১৮৯০ সালে তিনি লিখেছিলেন তা এখানে প্রকাশ করা হল।)

আগামী ২৮নভেম্বর (১৮৯০ সাল) ফ্রেডরিক এঙ্গেলস সত্তর বছরে পা দেবেন। সারা দুনিয়ার সকল সমাজতন্ত্রীই এই জন্মদিন উদযাপন করবেন। এ-উপলক্ষে আমাদের পার্টির এই সর্বজনস্বীকৃত নেতা সম্পর্কে *Sazialdemokratische Monatsschrift* পত্রিকার পাঠকদের জন্যে একটা ছোট প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়েছে আমায়।

এই ধরনের একটি কঠিন কর্তব্য নিষ্পন্ন করতে হলে নানাজাতীয় যে সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়া দরকার তাদের মধ্যে মাত্র একটিই যোগ্যতা আছে আমার, এঙ্গেলসকে আমি সারা জীবন ধরে জানি। তা সত্ত্বেও, প্রশ্নটি থেকে যায় যে দীর্ঘদিন কারও ঘনিষ্ঠ সংসর্গে থাকলেই কি অপর কারও পক্ষে আলোচ্য ব্যক্তিটির চরিত্রচিত্রণের যোগ্যতা জন্মায়?

মার্কস ও এঙ্গেলসের জীবনকথা লিখতে হলে (ওঁদের দু'জনের জীবন ও কর্মকাণ্ড এত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে দু'জনকে পৃথক করে দেখা চলে না) শুধু যে কাল্পনিক সমাজতন্ত্র থেকে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের বিকাশের পুরো ইতিহাসটাই লিখতে হয় তাই নয়, লিখতে হয় প্রায় অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়ব্যাপী সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের ইতিবৃত্ত। এর কারণ, আমাদের আলোচ্য এই দুই ব্যক্তি কেবল মতাদর্শের ক্ষেত্রে পুরোধা, তত্ত্বকথার প্রবক্তা, প্রতিদিনের কর্মজীবন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে রাখতে অভ্যস্ত দার্শনিক পণ্ডিতমাত্র ছিলেন না, সব সময়েই তাঁরা ছিলেন যোদ্ধা, সর্বদাই রণক্ষেত্রের প্রথম সারির সৈনিক, একাধারে ছিলেন বিপ্লবের সৈনিক ও তার সেনাপতিমণ্ডলীর দুই প্রধান।

২৮ নভেম্বর, ১৮২০ — ৫ আগস্ট, ১৮৯৫

এঙ্গেলসের জীবনের বিশদ বিবরণ সাধারণের মধ্যে এখন এত সুপরিচিত যে মনে হয় সংক্ষেপে তার পুনরাবৃত্তিই এখানে যথেষ্ট হবে। তাঁর সাহিত্যগত ও বৈজ্ঞানিক রচনাবলিও বর্তমানে যথেষ্ট সুপরিচিত। আমার দিক থেকে সে-সবের বিশ্লেষণের প্রয়াস অযোগ্যের অতিমাত্রায় দম্ভ প্রকাশেরই পরিচায়ক হবে। এক্ষেত্রে কালপরম্পরা বজায় রেখে নিছক একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচিতিই যথোপযুক্ত হবে বলে বিবেচনা করি।

আমার একমাত্র বাসনা, মানুষ হিসেবে এঙ্গেলস কেমন এবং কীভাবে তিনি জীবনধারণ করেন ও কাজ করে থাকেন তার একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র রচনার চেষ্টা করা। মনে হয়, এটি করতে পারলেই আমি বহুলোকের আনন্দবিধানে সমর্থ হব। ...আমার মতে, আমরা যারা এঙ্গেলসের থেকে অনেক কমবয়সী ও এঙ্গেলস প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করছি, এঙ্গেলসের জীবনচর্যার পর্যালোচনা তাদের সাহায্য করতে ও অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হবে।

.... ১৮২০ সালের ২৮নভেম্বর রাইন প্রদেশের বার্মেনে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন শিল্পকারখানার মালিক (এটা মনে রাখা দরকার, সে সময়ে রাইন প্রদেশ জার্মানির অবশিষ্ট অংশ থেকে অর্থনৈতিক বিচারে অনেক অগ্রসর ছিল)।

এঙ্গেলস পরিবারও ছিল খুবই সম্ভ্রান্ত। সম্ভবত এহেন পরিবারে এমন আর একটি সন্তানও জন্মাননি যিনি অমন সম্পূর্ণ ভিন্নপথের পথিক হয়েছিলেন। ফ্রেডরিককে নিশ্চয়ই তাঁর পরিবারের সকলে 'হংসকুলে কলঙ্ক' বলে গণ্য করতেন। হয়তো এখনও তাঁরা বোঝেননি যে, সেই 'কুলকলঙ্ক শাবক'টি আসলে একটি 'রাজহংস'। এঙ্গেলসকে নিজের পরিবারের গল্প যাঁরা বলতে শুনেছেন তাঁদের কাছে অন্তত একটি জিনিস পরিষ্কার, আসলে মায়ের কাছ থেকেই এঙ্গেলস তাঁর হাসিখুশিতে ভরা খোশমেজাজটি পেয়েছিলেন।

স্কুলের শিক্ষা এ-সমস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে তাঁরও তেমনই হয়ে ছিল। কিছুদিন তিনি এলবারফেল্ড উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পড়াশুনো করেছিলেন। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যকর হল না। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শেষ পরীক্ষাটি দেওয়ার এক বছর আগেই তাঁকে বার্মেনে একটা সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে ঢুকতে হল। তারপর এক বছর বার্লিনে স্বেচ্ছাসৈনিক হিসেবে সেনাবাহিনীতে কাজও করতে হল।

১৮৪২ সালে তাঁকে পাঠানো হল ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর বাবা যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ছিলেন তাতে কাজ করার জন্য। দু'টি বছর তিনি ম্যাঞ্চেস্টারেই কাটালেন। পুঁজিবাদের শ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠানক্ষেত্রে, আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রাণকেন্দ্রে তাঁর ওই দু'টি বছর কাটানোর গুরুত্ব যে কতখানি ছিল তা বলাই বাহুল্য।

ওখানে থাকতে নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একদিকে যেমন তিনি 'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' শীর্ষক বইখানির জন্য মালমশলা সংগ্রহে ব্যস্ত রইলেন তেমনই অপরদিকে চার্টিস্ট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন আর চার্টিস্টদের *নর্দান স্টার* ও রবার্ট ওয়েনের *নিউ মরাল ওয়ার্ল্ড* পত্রিকা দু'টির নিয়মিত কর্মী হিসেবে কাজ করতে লাগলেন।

১৮৪৪ সালে প্যারিস হয়ে জার্মানিতে ফিরলেন এঙ্গেলস। প্যারিসে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে সেই প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল যাঁর সঙ্গে বহুদিন আগে থেকেই তিনি পত্রালাপ করছিলেন এবং ভবিষ্যতে যিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এঙ্গেলসের সারা জীবনের সহকর্মী বন্ধু। এই ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি হলেন কার্ল মার্কস। এই সাক্ষাৎকারের তাৎক্ষণিক ফল ফলল 'পবিত্র পরিবার' বইখানির যুগ্ম রচনা ও প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে এবং অপর এমন একখানি গ্রন্থ রচনার সূচনায় যা পরে ব্রাসেলসে থাকতে সম্পূর্ণ হয়।...

ওই একই বছরে এঙ্গেলস 'ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' শীর্ষক বইখানি লিখে ফেললেন। চল্লিশ বছর আগে লেখা এই বইখানি আজও বাস্তবের এতটা প্রকৃত প্রতিচ্ছবি হয়ে আছে যে, যখন ওর ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হল ইংরেজ শ্রমিকরা তখন মনে করেছিলেন যে বইটি বুঝি মাত্র অল্প কিছুকাল আগে লেখা। ওই সময় এঙ্গেলস আরও বহুবিধ ছোটখাট নিবন্ধ ও বড় প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

প্যারিস থেকে এঙ্গেলস সেবার ফিরে গেলেন বার্মেনে। তবে তা অল্প সময়ের জন্যে। ১৮৪৫ সালে মার্কসের পরে পরে এঙ্গেলসও এলেন ব্রাসেলসে। বস্তুত, তাঁদের যৌথ কাজকর্মের সূচনা ঘটে ওইখান থেকেই। তাঁদের বহুবিধ ও বহুব্যাপক সাহিত্যকর্ম ছাড়াও দুই বন্ধু তখন স্থাপন করলেন জার্মান শ্রমিক সমিতির। তবে সে-সময়কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, লিগ অব জাস্ট-এ দুই বন্ধুর প্রবেশ। এই লিগ থেকেই পরে একদিন বিখ্যাত কমিউনিস্ট লিগের উদ্ভব ঘটে, আর তারও মধ্যে নিহিত থাকে ভবিষ্যৎ 'আন্তর্জাতিক'-এর অঙ্কুর। ব্রাসেলসে থাকতে থাকতেই মার্কস ও প্যারিসে থাকতে এঙ্গেলস ১৮৪৭ সালে হয়ে দাঁড়ালেন লিগ অব জাস্টের দুই শিক্ষাগুরু। ওই একই বছর গ্রীষ্মকালে লিগের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল লন্ডনে। কংগ্রেসে এঙ্গেলস উপস্থিত ছিলেন লিগের প্যারিসস্থ সদস্যদের প্রতিনিধি হিসেবে। কংগ্রেস থেকে সংগঠনটিকে পুরোপুরি পুনর্গঠিত করা হল। ওই বছরেরই হেমন্তকালে লিগের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অনুষ্ঠান হল। মার্কসও উপস্থিত ছিলেন এই কংগ্রেসে। এই দ্বিতীয় কংগ্রেসের ফলাফল — 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' — এর কথা আজ সারা দুনিয়ায় সুপরিজ্ঞাত।

এর কিছু পরে দুই বন্ধু গেলেন কলোনে। সেখানে সাংগঠনিক কাজকর্মে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দু'জনে। এই কাজকর্মের ইতিবৃত্ত Neue Rheinische Zeitung পত্রিকায় এবং মার্কসের 'কলোন কমিউনিস্ট মামলা সম্পর্কে উদ্‌ঘাটিত তথ্য' শীর্ষক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে। উপরোক্ত পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হওয়ায় এবং মার্কস জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় বন্ধুদের মধ্যে সাময়িকভাবে ছাড়াছাড়ি হল। মার্কস গেলেন প্যারিসে আর এঙ্গেলস পফ্‌াল্‌ট্‌সে। ভিলিখের সহকারী হিসেবে এঙ্গেলস সেখানে যোগ দিলেন বাডেন অভ্যুত্থানে। সে সময়ে তিন-তিনবার সম্মুখযুদ্ধে তিনি অংশ নেন। যাঁরা ওই সময়ে তাকে লড়াই করতে দেখেছিলেন বহুকাল পরেও তাঁরা তাঁর অসামান্য ধীরস্থির ভাব আর বিপদকে পুরোপুরি তুচ্ছ করার কথা নিয়ে আলোচনা করতেন। Neue Rhcinische Zeitung, Politisch Ukonomische Revu পত্রিকায় বাডেন অভ্যুত্থানটি সম্পর্কে একটি বিবরণ লেখেন এঙ্গেলস। অভ্যুত্থানটি পুরোপুরি দমিত হবার পর ও বিদ্রোহীরা সকলে দেশ ছাড়ার পর তবেই তিনি সুইজারল্যান্ডে যান। অতঃপর তিনি চলে আসেন লন্ডনে। ওই সময়ে প্যারিস থেকে পুনরায় বহিষ্কৃত হবার পর মার্কসও লন্ডন চলে আসেন।

তারপর এঙ্গেলসের জীবনে শুরু হল এক নতুন পর্যায়। ... মার্কস বাসা বাঁধলেন লন্ডনে আর এঙ্গেলস চলেন গেলেন ম্যাঞ্চেস্টারে — তাঁর বাবা যে সুতাকলের মালিকানার অংশীদার ছিলেন সেখানে কাজ করতে। সেখানে কেরানি হিসেবে কাজ শুরু করে পরে দীর্ঘকাল তিনি ওই পদে বহাল থাকেন। সুদীর্ঘ বিশ বছর ধরে এঙ্গেলস আটকে রইলেন ব্যবসায়িক জীবনে বাধ্যতামূলক শ্রমের ঘানিতে। এই বিশ বছর দুই বন্ধুর মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ঘটত কালেভদ্রে, কখনও সখনও, অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু তা বলে তাঁদের মধ্যে সংযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি।

আমার শিশুবয়সের প্রথম যে ঘটনাগুলির কথা মনে আছে তার মধ্যে একটি হল ম্যাঞ্চেস্টার থেকে ঘন ঘন চিঠিপত্রের আমদানি। প্রায় প্রতিদিনই দুই বন্ধু পরস্পরকে চিঠি লিখতেন, আর আমার মনে পড়ে প্রায়ই মূর (বাবাকে বাড়িতে আমরা ওই নামেই ডাকতাম) চিঠিগুলোর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতেন যেন পত্রপ্রেরক তাঁর সামনেই আছেন ঃ

'না-না, ওটা ঠিক না।...'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ!' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি করে যা আমার মনে পড়ে তা হল এই যে মাঝে মাঝে এঙ্গেলসের চিঠি পড়ে মূর এমন হাসতেন যে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।

ম্যাঞ্চেস্টারে এঙ্গেলস অবশ্য একা, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন না। প্রথমত, সেখানে ছিলেন ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ভল্‌ফ — 'পুঁজি' বইটির প্রথম খণ্ড যাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। আমাদের পরিবারে যাঁকে আমরা কখনও 'লুপুস' ছাড়া অন্য নামে ডাকতাম না। 'প্রলেতারিয়েতের সেই নির্ভীক, বিশ্বস্ত ও মহানায়ক।' পরে ওখানে আসেন আমার বাবার ও এঙ্গেলসের অনুরক্ত বন্ধু স্যামুয়েল মূর (ইনি আমার স্বামীর সহযোগিতায় 'পুঁজি'র ইংরেজি তর্জমা করেন) এবং আজকের দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ অধ্যাপক শর্লেমার।

কিন্তু এই সব বন্ধুর কথা বাদ দিয়ে ধরলে, এঙ্গেলসের মতো অমন একজন ব্যক্তিকে যে জীবনের বিশটা বছর ওইভাবে কাটাতে হয়েছে এ-কথা চিন্তা করলেও আতঙ্কিত হতে হয়। অথচ এজন্যে যে তিনি নিজে কোনওদিন কোনওরকম অনুযোগ করেছেন বা টুঁ-শব্দটি করেছেন তা কিন্তু নয়। বরং ব্যাপারটা ঘটেছে ঠিক উল্টো। তাঁর ওই ব্যবসায়িক কাজে তিনি এত খোশমেজাজে আর মনঃসংযোগ করে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন যে মনে হত বুঝি 'কারখানা-ঘরে যাওয়া' কিংবা অফিসে বসার মতো এমন পছন্দসই কাজ আর দুনিয়ায় দু'টি নেই।

কিন্তু এই বাধ্যতামূলক শ্রমের যুগ যখন শেষ হতে যাচ্ছে সেই দিনগুলোয় আমি এঙ্গেলসের সঙ্গে ছিলাম আর তখন টের পেয়েছিলাম অতগুলো বছর ধরে কত কী-ই না সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে, কী দিনই না গেছে তাঁর। শেষ দিন অফিসে যাওয়ার আগে সকালবেলায় টপ-বুট পরার সময়ে সেই যে তিনি বলে উঠেছিলেন 'বাব্বা, বাঁচা গেল, এই শেষবারের মতো'! তাঁর মুখে জয়ের উদ্ভাসের সেই দীপ্তি আমি জীবনে কোনওদিন ভুলব না।

এর ঘন্টা কয়েক পরে ওইদিন বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা ওঁর আসার অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ বাসাবাড়ির সামনের ছোট্ট মাঠটা পার হয়ে আসতে দেখলুম ওঁকে। উনি আসছিলেন হাতের ছড়িখানা হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে আর গান গাইতে গাইতে। মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তারপর আমরা উৎসব উদযাপনের জন্যে টেবিল সাজিয়ে ফেললাম, শ্যাম্পেন খেলাম আর ভারি খুশি হয়ে উঠলাম। ব্যাপারটার আসল তাৎপর্য যে কী তা বোঝার পক্ষে আমার বয়স তখন খুবই কম ছিল। এখন, এই বয়সে, ব্যাপারটার কথা যখনই ভাবি তখনই চোখে জল এসে যায় আমার। (ক্রমশ)

কমরেড ইয়াকুব পৈলানের গভীর জ্ঞান ও দৃঢ় বিপ্লবী প্রত্যয় ছিল

স্মরণ সভায় কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

৭ জুলাই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড ইয়াকুব পৈলানের কেন্দ্রীয় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় হাওড়ার শরৎ সদনে। সভাপতিত্ব করেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ও পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর বক্তব্য এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।

আপনারা সকলেই উপলব্ধি করছেন যে এটা একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক অনুষ্ঠান এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানে কিছু বলা খুবই কঠিন কাজ। মাত্র কয়েকদিন আগে, কমরেড ইয়াকুব পৈলানকে হারানোর ঠিক পরেই আমরা আরেকজন কমরেড, কমরেড জালালউদ্দিনকে হারিয়েছি — কেরালায় যাঁরা পার্টিকে গড়ে তুলেছিলেন তিনিও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। সম্প্রতি আরও কয়েকজন কমরেড প্রয়াত হয়েছেন। অসমে পার্টির আরেকজন নেতা কমরেড বিমল নন্দী প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে তামিলনাড়ুর কমরেড নারায়ণস্বামীর। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের আরও অনেক কমরেডের মৃত্যু হয়েছে। সম্প্রতি আমরা হারিয়েছি কমরেড ইয়াকুব পৈলানকে, একজন নেতৃস্থানীয় কমরেডকে, যিনি একজন সাধারণ পার্টি কর্মী থেকে আক্ষরিক অর্থেই নিরক্ষর হয়েও এমন গুণাবলি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন যে, আমাদের মতো একটি বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তাঁর সারাটা জীবন সংগ্রামের এবং গৌরবময় সংগ্রামের। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় কমরেড পৈলান বহু জঙ্গি শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। বহু গণআন্দোলন, আন্দোলন হয়েছে। গণআন্দোলনও নিঃসন্দেহে শ্রেণিসংগ্রামের অংশ, কিন্তু জমিদার, জমির মালিকদের বিরুদ্ধে গরিব কৃষক ও কৃষি-মজুরদের যে আন্দোলন তা হল শ্রেণিসংগ্রামের একটি বিশেষ রূপ। এই জমিদাররা পুরনো সামন্তপ্রভু নয়, বাংলায় আমরা এদের জোতদার বলি।

কমরেড পৈলানের বয়স কম ছিল না। কিন্তু তবুও তাঁর মৃত্যু একটা বিরাট ক্ষতি, বিশেষ করে যখন শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বেই পরিস্থিতি গভীর অন্ধকারময়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উত্থান ঘটছে। কেন্দ্রে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এডিএমকে, টিডিপি, টিআরএস, টিএমসি প্রভৃতি পার্টিগুলি বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন। এরা সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। তাই এদেশে এটা একটা প্রতিক্রিয়ার উত্থান। ঠিক এমন একটা সময়ে আমরা এই ধরনের বিপ্লবীদের হারাচ্ছি। এটা সত্যিই বেদনাদায়ক এবং এটা শুধু আমাদের পার্টিরই ক্ষতি নয়, প্রগতিশীল আন্দোলনেরই একটা বিরাট ক্ষতি। আমাদের পার্টির সংগ্রামটা প্রগতির সংগ্রাম। এ শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, একটা নতুন সভ্যতা, নতুন জীবন গড়ে তোলার সংগ্রাম। আমরা জানি, এর আগে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, সিপিআই নামে একটি পার্টি ছিল। অবিভক্ত সেই কমিউনিস্ট পার্টি খুবই শক্তিশালী ছিল — আমরা আজ যা দেখছি তেমন নয়। 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল' পুস্তিকাটি পড়ে দেখবেন, সেখানে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আন্তরিকতার সাথে, সততার সাথে লড়াই করে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় তাঁরা কেউ জানতেন না যে অবিভক্ত সিপিআই একটা কমিউনিস্ট পার্টি নয়। বিচার বিশ্লেষণ না করেই ধরে নিয়েছিলেন সেটা একটা কমিউনিস্ট পার্টি। সেই সময় সাধারণ মানুষ শুধু দুটো পার্টির কথাই বলত, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি। প্রথম পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দল ছিল সিপিআই। এমন একটা সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের পার্টি গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে প্রথম পার্টি কনভেনশনের মধ্য দিয়ে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমগ্র দেশের তুলনায় দলটি ছিল খুবই ছোট। আমাদের মতো এই বিশাল দেশে দলটির শক্তি কী ছিল, কিছুই ছিল না। যাঁরা কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাস করতেন তাঁরা মনে করতেন অবিভক্ত সিপিআই হল যথার্থ কমিউনিস্ট বিপ্লবী দল। এস ইউ সি আই (সি) যে একটা বিপ্লবী দল, এ দেশের মাটিতে সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি, এটা প্রমাণ করা খুবই কঠিন ছিল। কমরেডরা নিশ্চয়ই বুঝবেন এই অবস্থাটা। একটা দলের বড় শক্তি দেখে এবং প্রগতিশীল ধারণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন সহজে সেই দলে যুক্ত হতে পারেন। কিন্তু যে দলের শক্তি কম, সেখানে যুক্ত হওয়া কঠিন। এস ইউ সি আই (সি) একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি, সেই সময় এই সত্যটি বুঝতে পারা সহজ ছিল না। এমনকী যদি কেউ বুঝতেও পারত, তা হলেও এই পার্টিতে যুক্ত হওয়াটা তার পক্ষে সহজ ছিল না। সেই রকম একটা সময়ে কমরেড পৈলান এগিয়ে এসে এই পার্টিতে যুক্ত হন। জ্ঞানের কী গভীরতা ও বিপ্লবী প্রত্যয় দরকার ছিল তখন পার্টিতে যুক্ত হওয়ার জন্য! যদি এটা আপনারা বোঝেন তাহলে উপলব্ধি করতে পারবেন এই মানুষটির গুণাবলি।

১৯৪৯ সাল, পার্টি সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই এস ইউ সি আই (সি)-কে জানে না। সেই সময়ে তিনি দলের সাথে শুধু যুক্ত হয়েছেন তাই নয়, মনপ্রাণ দিয়ে পুরোপুরি নিষ্ঠার সাথে যুক্ত হয়েছেন বিপ্লবের জন্য। তিনি দ্বিমুখী সংগ্রাম শুরু করেছিলেন — পার্টির আদর্শ, পার্টির দর্শনকে জানার সংগ্রাম এবং সেই সঙ্গে কীভাবে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে তা জানার সংগ্রাম। এবং তিনি দক্ষতার সঙ্গে দুটোকে যুক্ত করেছিলেন। মানুষ বলত এস ইউ সি জয়নগরের পার্টি। আমরা জানি এটা সঠিক নয়। কিন্তু মানুষ দলটিকে জয়নগরের পার্টি বলেই জানত। কেন? কারণ, জয়নগর বাস্তবে একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। পার্টিটি জয়নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তখন পার্টির নেতৃত্বে জয়নগর ও তার আশেপাশে বহু ঐতিহাসিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। শুধু ভূস্বামীদের বিরুদ্ধেই নয়, অন্যান্য পার্টি যারা কায়েমি স্বার্থের পক্ষ নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করত তাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়েছে। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে যখন যুক্তফ্রন্টের আন্দোলন চলছিল, তখন যুক্তফ্রন্টেরই শরিক সিপিআই (এম) আমাদের দলের উপর বহুবার সশস্ত্র আক্রমণ করেছে। ওরা শত শত সশস্ত্র গুণ্ডা নিয়ে আক্রমণ করেছে। কিন্তু আমাদের কমরেডরা এবং আমাদের দলের নেতৃত্বে সংগঠিত সাধারণ মানুষ সে সব আক্রমণ প্রতিহত করেছে। সিপিআই (এম) গুণ্ডারা আমাদের সংগঠন ভাঙতে পারেনি, জোতদারদের ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী সংগঠন ভাঙতে পারেনি। এমন ধরনেরই সংগঠন কমরেড পৈলান ও অন্যান্যরা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় গড়ে তুলেছিলেন। এই জেলা আমাদের চারজন এম এল এ দিয়েছিল। এমনকী আমরা একজন এমপি পেয়েছিলাম ১৯৬৭ সালে। অনেকেই এটা জানেন না। তাঁরা মনে করেন আমরা ২০০৯ সালে প্রথম এমপি পেয়েছি। কী ভাবে আমরা এতজন এম এল এ এবং একজন এমপি পেয়েছিলাম? কারণ পার্টির শক্তি এবং পার্টির সংগঠন। সেখানে কমরেড পৈলানের সঙ্গে অন্যান্য নেতারাও ছিলেন। তাঁরাও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের অনেক উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আমি সে সব জায়গায় গিয়েছিলাম। কমরেড আমির আলি হালদার আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। যখন আমরা যাচ্ছিলাম, শত শত মানুষ পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে, অভ্যর্থনা জানিয়েছে, বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে, তাদের নানা সমস্যার কথা বলেছে। এটা হচ্ছে সত্যিকারের জননেতার পরিচায়ক। ঐ জেলায় নেতারা এমনই ছিলেন। আমরা শুনেছি কমরেড রেণুপদ হালদার, রবীন মণ্ডল, নলিনী প্রামাণিকদের কথা। কমরেড পৈলান তাঁদের সকলের নেতা ছিলেন, এমনই তাঁর ক্ষিপ্রবী গুণাবলি ছিল। কমরেড পৈলান ও অন্যরা হাজার হাজার গরিব মানুষকে পার্টির সমর্থক, পার্টির অনুগামী এবং অনুরাগী তৈরি করেছিলেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে এমন একটা দর্শন যা সত্যকে তুলে ধরে। এটা প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার একটা সামগ্রিক সত্যোপলব্ধি। বস্তু জগৎকে পরিচালিত করে যে নিয়ম, তাকে এই দর্শন তুলে ধরে। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই সত্যকে নিরক্ষর মানুষের সামনে এমনভাবে রাখতেন যাতে তারা বুঝতে পারে। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় অসংখ্য শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেছিলেন। হাজার হাজার মানুষ সেই সব শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন। যদি আপনারা সেই কমরেডদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাহলে আপনারা বিস্মিত হয়ে যাবেন। নিরক্ষর মানুষ, তবুও তাঁরা মার্কসবাদ বোঝেন। যদি কোনও শিক্ষিত মানুষ তাঁদের সামনে কিছু ভুল বলেন, তাঁরা তাঁকে ধরবেন — 'না কমরেড, এটা ঠিক নয়। আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছ থেকে শিখেছি, এটা ঠিক নয়।' কমরেড পৈলান ছিলেন এঁদের সকলের নেতা। তিনি মার্কসবাদকে গভীরভাবে বুঝেছিলেন।

আমার মনে আছে, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর আমাদের পার্টি অফিসে কিছু সাংবাদিক এসেছিলেন। তাঁরা কমরেড পৈলানের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা বহু জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু খুব সহজ উত্তর পেয়েছিলেন। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন আপনি জীবন থেকে শিখবেন, আপনার সংগ্রাম থেকে শিখবেন, সেই শিক্ষা হবে খুবই সমৃদ্ধ। যখন আমরা সংগ্রাম পরিচালনা করি, বহু প্রশ্ন আমাদের মনে আসে। সেই সময় আমরা যা শিখি সেটা প্রকৃত শিক্ষা। কমরেড পৈলান সেটাই করেছেন। তিনি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিখেছেন, যাকে আমরা বলি শ্রেণি-অনুভূতি। তাঁর মধ্যে এটা গড়ে উঠেছিল। এটা অসচেতন ক্রিয়া নয় বরং বিষয়টির নির্যাসের সচেতন আত্মীকরণ। যদি কিছু ভুল হত, তিনি তা নিয়ে লড়তেন এবং ঠিক বিষয়টি বুঝে নিতেন। এটা খুব সহজ কথা নয়। কমরেড, জীবনের সংগ্রামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমরেড ঘোষের চিন্তা আমাদের সকলের সামনেই আছে, যাকে আমরা বলি বহির্দ্বন্দ্ব। কিন্তু কমরেডদের বিকাশ নির্ভর করে তারা সেই চিন্তাকে কীভাবে গ্রহণ করে, কীভাবে বোঝে, সেই চিন্তার ভিত্তিতে কীভাবে তারা সংগ্রাম পরিচালনা করে তার উপর। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই পরিবর্তনের মূল কারণ — এটা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণিত।

আজ দেশের পরিস্থিতি খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন। দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উত্থান হয়েছে। বামপন্থী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিরাট আকার নিয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদ দেখিয়েছে, কমরেড ঘোষ বারবার দেখিয়েছেন, কোনও কিছুই চূড়ান্ত নয়। যেখানে অন্ধকার আছে, সেখানে আলোও আছে। যেখানে নেগেটিভ আছে, সেখানে পজিটিভও আছে, এটাই দ্বন্দ্বতত্ত্ব, এটাই বাস্তব। মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছে, একটা শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শুধু অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক সংকট বা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সংকট নয়, এখানে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট আরও বেশি শ্বাসরোধকারী। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, বাংলার মতো মাটিতে, যাকে বিপ্লব ও বিপ্লবী আন্দোলনের মাটি বলে মনে করা হত, সেখানেও জঘন্য ধরনের অপরাধ, মহিলা ও পুরুষের উপর অপরাধে ছেয়ে গিয়েছে। সারা ভারতেই রাজনৈতিক নেতারা যে ভাষায় কথা বলে, তাদের চরিত্র এত অধঃপতিত যে তা নিয়ে আলোচনা করতেও বাধে। অর্থনৈতিক সংকট চূড়ান্ত, দুর্নীতি সমগ্র সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে। আন্না হাজারে একজন বড় সংগঠক নন, তাঁর কোনও সংগঠনও নেই। তিনি একজন সৎ গান্ধীবাদী নেতা। কিন্তু যখন তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানালেন, হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসে তাঁর পেছনে দাঁড়াল। এটা দেখিয়ে দিল যে, মানুষ আন্দোলন চায়, কিন্তু তথাকথিত বামপন্থীদল ও প্রতিষ্ঠিত দলগুলির প্রতি তারা আস্থা হারিয়েছে। যথার্থ নেতৃত্ব, উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে আন্না হাজারের আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কিন্তু এটা দেখিয়ে দিল যে, এই অন্ধকারের মধ্যেও আলো আছে, মানুষ লড়তে চায়, লড়াইয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

মানুষ চায় প্রকৃত আন্দোলন, সঠিক আদর্শ, সঠিক লাইন, সুস্থ সংস্কৃতি। সেজন্যই যেখানে আমাদের শক্তি আছে, মানুষ আমাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। মানুষ আমাদের ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, আমাদের প্রতি আস্থা আছে, মানুষ আমাদের কাছে আসছে। সেই অর্থেই আমরা বলতে পারি, এরকম অনুকূল পরিস্থিতি এর আগে আসেনি। এটা বেদনাদায়ক যে ঠিক এই সময়েই আমরা এরকম উঁচু মানের কমরেডদের হারাচ্ছি। এটা বিরাট ক্ষতি। কিন্তু আমাদের কাছে আছে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা। কমরেড শিবদাস ঘোষের খুবই কম বয়সে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু যে চিন্তা তিনি রেখে গিয়েছেন তা, আজ আমরা যে সব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি, তার সমাধানের পথ দেখাচ্ছে। কমরেড পৈলানের মহত্ত্ব এটাই যে, তিনি কমরেড ঘোষের চিন্তা গভীরভাবে বুঝেছিলেন এবং সেই চিন্তাকে আধার করে আমৃত্যু সংগ্রাম পরিচালনা করে গিয়েছেন। এই পথেই কমরেড ঘোষের চিন্তা কমরেডদের উদ্বুদ্ধ করবে। আদর্শের প্রতি পুরোপুরি নিষ্ঠা ও আত্মনিয়োগ — এ-ই ছিল কমরেড পৈলানের গুণের দিক। আমাদের চাই কমরেড পৈলানের মতো হাজার হাজার মানুষ, যারা জনতার কাছে যাবে, যারা শুধু তত্ত্বগত বিষয়েই নয়, সমগ্র জীবন দিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে গরিব মানুষ, নিরক্ষর মানুষের কাছে দর্শনগত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করবে — যা

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড ইয়াকুব পৈলান স্মরণে

ছয়ের পাতার পর

তাদের মধ্যে প্রেরণা জোগাবে, আস্থা জোগাবে। তিনি যা বলেছেন, জীবনে তা প্রয়োগ করেছেন। কথা ও কাজে কোনও ফাঁক ছিল না। তাঁর জীবন এমন ছিল না যে, তিনি মানুষকে এক রকম করতে বলছেন আর নিজে অন্যভাবে আচরণ করছেন। এ জন্যই মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করেছে। এই সংগ্রামের কথাই কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন।

যে পার্টি ছোট একটি বিপ্লবী গ্রুপ হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের মতো মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়কের নেতৃত্বে জয়নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজ সেই পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু এই বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। আমাদের খুবই শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, পার্টিকে আরও শক্তি জোগাতে হবে। আজ পরিস্থিতি এটাই দাবি করছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বেশি দিন টিকতে পারে না। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় বসেই রেলভাড়া বৃদ্ধি সহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা তাঁর সরকারের জনবিরোধী চরিত্র প্রকট করে দিচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এমনকী প্রধান বিচারপতি প্রতিবাদ করেছেন। এটা বাস্তবে সরকারের প্রধানের গালে চড় কষিয়ে দেওয়ার নামান্তর। হয় তিনি বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতিই জানেন না নতুবা পদ্ধতির কোনও ধার ধারেন না। সাধারণভাবে বিচারপতিরা সরকারের সমালোচনা করেন না, কিন্তু তিনি সেই বিরোধও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং একটা ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতি আনার চেষ্টা অত সহজে সফল হবে না।

সমস্ত গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষকে একত্রিত করার এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। গণতন্ত্রকামী মানুষও খুঁজছে একটা শক্তি যার উপর বিশ্বাস রাখা যায়। সিপিআই (এম), সিপিআই-এর মতো তথাকথিত বামেরা তাদের সুনাম হারিয়েছে। কিন্তু গুজরাট থেকে কেরালা, মধ্যপ্রদেশ থেকে অসম, ওড়িশার যে সমস্ত গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ আমাদের পার্টির সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। এই শক্তিগুলিকে আমাদের সংগঠিত করতে হবে, যে পথে কমরেড পৈলান জনগণকে জয় করেছিলেন। একদিকে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার মানুষকে একত্রিত করতে হবে, একই সঙ্গে বিশাল জনতা, শোষিত-নির্যাতিত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এই দু'টি দায়িত্ব পালন করতে গেলে আমাদের অবশ্যই কমরেড পৈলানের জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র তখনই তা পূরণ হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শত শত নারী-পুরুষ দলে আসছেন। তাঁদের ঠিকমতো গড়ে তুলতে পারলে, তাঁদের ভালো কমিউনিস্ট, ভালো সংগঠকে পরিণত করতে পারলে, বিপ্লব বেশি দূরে থাকবে না। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তা বলতে পারি। এই পার্টিটা কয়েকজন কমরেডকে নিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন এই বিরাট অবস্থায় পৌঁছেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে পার্টি কমরেড ইয়াকুব পৈলানের মতো বহু উল্লেখযোগ্য বিপ্লবীর জন্ম দিয়েছে। এই শোকের সময়ে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে, প্রয়াত কমরেডরা আমাদের উপর যে কর্তব্য পালনের ও পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা আমরা পালন করব।

রিজওয়ানুর হত্যায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে পুরস্কার

একের পাতার পর

রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। এই মর্মান্তিক মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সংবাদমাধ্যমগুলিও প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল। পথেঘাটে মানুষের তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছিল।

সেদিন আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এবং আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষের এই বিক্ষোভে সামিল ছিল এবং অপরাধী পুলিশ অফিসারের শাস্তিরও দাবি করেছিল। আন্দোলনের চাপে সি পি আই (এম) সরকার জ্ঞানবন্ত সিংকে অপসারণ করে এবং বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে। সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যের মানুষ আশা করেছিল এই রহস্যজনক হত্যাকান্ডের যথাযথ বিচার হবে এবং অপরাধী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি হবে।

আজ রাজ্যের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত দুঃখ, বেদনা ও ক্ষোভের সাথে লক্ষ করল, সরকারি গদিতে আসীন হয়ে সি পি আই(এম) সরকারের মতোই আপনার সরকারও পুলিশ প্রশাসনকে দলীয় সেবায় নিযুক্ত করার স্বার্থে দোষী অফিসারকে শাস্তির পরিবর্তে পুরস্কৃত করল।

এই অন্যায় ও অমানবিক সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে আমরা দাবি করছি —

১। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারের পদোন্নতি রদ করতে হবে,

২। পুনরায় রিজওয়ানুর হত্যাকান্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং ষড়যন্ত্রে যুক্ত অপরাধী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দিতে হবে।

জনবিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে

জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে ১২ জুলাই ছত্তিশগড়ের দুরগে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়।

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জি-প্লট লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড রবীন মণ্ডল মস্তিষ্কের দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ৬ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

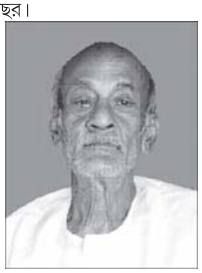

কমরেড মণ্ডল কলকাতার চেতলায় এক সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় '৬০-এর দশকে নকশালপন্থী রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হলেও, কিছু জনসভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণ ও তাঁর বইপত্র পড়ে ধীরে ধীরে তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কেই এ দেশের যথার্থ সাম্যবাদী দল হিসাবে গ্রহণ করেন। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমায় জি-প্লট অঞ্চলে পারিবারিক জমি-জমা-সম্পত্তি দেখভাল করার সুবাদে তিনি পরবর্তীকালে ওখানে চলে যান ও স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কলকাতা শহরের শিক্ষিত ও জমিদার বাড়ির যুবক হয়েও তিনি অতি সহজেই গ্রামের গরিব নিরক্ষর মানুষের মাঝে জায়গা করে নেন। সঠিক মার্কসবাদী দলের সন্ধানে ব্যাপৃত কিছু বামপন্থী বন্ধুদের নিয়ে তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সমাজমুখী মনন থেকে তিনি ঐ অঞ্চলে ক্লাব, সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষকদের মহাজনী ঋণের জাল থেকে মুক্ত করতে গড়ে তোলেন 'ইন্দ্রপুর কৃষক উন্নয়ন সমবায় সমিতি'। চাষাবাদের নানা বিজ্ঞানসম্মত দিক এলাকার চাষিদের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার কাজ তিনিই শুরু করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও জুনিয়রদের নেতৃত্বে কাজ করতে তিনি কখনও দ্বিধা করেননি। তাঁর মৃত্যুতে এলাকার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। বহু মানুষ শোকসভায় সামিল হন।

১৩ মার্চ ইন্দ্রপুর বাজারে আয়োজিত স্মরণসভায় দল, গণসংগঠন, সাধারণ মানুষ ও বহু সংগঠন তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অন্য রাজনৈতিক দলও শ্রদ্ধা জানায়। জেলা কমিটির সদস্য ও লোকাল সম্পাদক কমরেড অশোক শাসমলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ফণীভূষণ গুছাইত এবং লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড নারায়ণ দাস।

কমরেড রবীন মণ্ডল লাল সেলাম

উদ্বাস্তু শিবিরে থেকেও রেহাই নেই প্যালেস্টিনীয়দের

একের পাতার পর

অত্যন্ত ন্যায্য দাবিতে হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তারা ভারতবাসীর মিত্র নয়? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের বিন্দুমাত্র অবদান নেই, বরং যারা তার বিরুদ্ধতা করেছিল, সেই আর এস এস পরিবারের সদস্য নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির নেতারা না চাইলেও ভারতের জনগণ বরাবর প্যালেস্টিনীয় জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের হয়েই আমরা ভারত সরকারের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করছি। বিশ্বের ৬৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, ডেসমন্ড টুডু ও নোয়াম চমস্কির মতো নোবেলজয়ীরা লিখিত বিবৃতি দিয়ে ইজরায়েলি আক্রমণের নিন্দা করেছেন। তারা বলেছেন, বছরের পর বছর ধরে ইজরায়েল প্যালেস্টাইন জনগণের উপর আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারছে, বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলির মদতে, যারা ইজরায়েলের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কে যুক্ত আছে। ভারতবাসীর লজ্জা যে, ভারত সরকারও ঐ তালিকায় পড়ে।

গাজার উদ্বাস্তু শিবিরের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পরিচালনা করে হামাস গোষ্ঠী, ওখানকার জনগণের দ্বারাই তারা নির্বাচিত। প্যালেস্টিনীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে দু'টি ধারা বহু কাল ধরেই রয়েছে। একটি ধারা 'ফাতাহ্' গোষ্ঠীর নেতৃত্বে আলোচনার মধ্য দিয়ে মীমাংসা চায়, 'হামাস' মনে করে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামই স্বাধীনতা এনে দিতে পারে। শুধু এ জন্যই হামাসকে সন্ত্রাসবাদী বলা যায় না। জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরে মহম্মদ আব্বাসের প্রধানমন্ত্রীত্বে যে স্বশাসিত ভূখণ্ড ইজরায়েলের স্বীকৃতি পেয়েছে সেখানে 'ফাতাহ্' গোষ্ঠীর প্রাধান্য। সম্প্রতি 'ফাতাহ্' ও 'হামাস'-এর মধ্যে আলোচনা ও চুক্তি হয়েছে যার দ্বারা দুই পাড়ের বসবাসকারী প্যালেস্টিনীয়রা একটি সরকারের অধীনে যাবে। এই ঐক্য প্রচেষ্টাই ইজরায়েলি শাসকদের আতঙ্কিত করেছে। তারা একে ভাঙতে চায়, সেজন্যই এই আক্রমণ। আরও একটা লক্ষ্য হল, জর্ডন নদীর দুই পাড়ের সমগ্র প্যালেস্টাইন শিবিরকেই ইজরায়েলি বসতি দিয়ে ঘিরে ফেলা। যাতে ইজরায়েলের মুঠোর মধ্যে তারা থাকতে বাধ্য হয়।

ইজরায়েল বলছে সে আক্রান্ত, আত্মরক্ষার জন্যই তাকে বিমানহানা ও স্থলপথে সেনা পাঠাতে হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নিহতের অনুপাত কী? নিহত প্যালেস্টিনীয় নারী-পুরুষের সংখ্যা ৪২৫, আর ইজরায়েলি নিহত সেনার সংখ্যা ১৮। এরপরও কি বুঝতে অসুবিধা হয় কারা আক্রমণকারী ও কারা আক্রান্ত?

এর চেয়েও বড় কথা হল, প্যালেস্টাইনিদের বাসভূমি যারা দখল করে রয়েছে তাদের আক্রমণটা হয়ে গেল আত্মরক্ষার, আর যারা বছরের পর বছর গাদাগাদি করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, তারা হল আক্রমণকারী? এই অন্যায়, এই বর্বরের যুক্তি কখনওই কোনও দেশের গণতান্ত্রিক-স্বাধীনতাপ্রিয়-শান্তিকামী জনগণ সমর্থন করতে পারে না।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট কো-অর্ডিনেটিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক মানিক মুখার্জী ১৫ জুলাই এক বিবৃতিতে ইজরায়েলের এই সপ্তাহব্যাপী আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, গত ৬০ বছর ধরে প্যালেস্টিনীয় জনগণের ওপর ইজরায়েল শাসকরা এই বর্বর আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারছে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষকরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতেই। প্যালেস্টিনীয় জনগণের শান্তি প্রস্তাবকে বারবার প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা ইজরায়েল শাসকরা তাদের আগ্রাসী চরিত্রেরই প্রমাণ দিচ্ছে। সম্প্রতি মিশরের শাসকদের মধ্যস্থতায় যে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব আনা হয়েছিল, তাকে খুব সংগতভাবেই 'হামাস' প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, তা ইজরায়েলের নিরন্তর আগ্রাসনের পথই প্রশস্ত করত। মানিক মুখার্জী দাবি করেছেন, এখনই ইজরায়েলের আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, এবং এই বর্বর আচরণের জন্য ইজরায়েলকে শাস্তি দিতে হবে। আই এ সি সি অবিলম্বে প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ড দখল মুক্ত করার জন্য দাবি জানিয়েছে। ইজরায়েলি দ্রব্য বয়কট করতে আহ্বান জানিয়েছে বিশ্বের জনগণকে। শান্তি-ন্যায় এবং সমানাধিকারের দাবি নিয়ে সংগ্রামরত প্যালেস্টিনীয় জনগণের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে আই এ সি সি।

সঙ্গের ছবি ১৬ জুলাই জ্যাকারিয়া স্ট্রীটে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

কুলতলিতে ধৃত দাগি খুনিদের দ্রুত বিচার ও শাস্তি চাই

এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ১৯ জুলাই এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন,

কুলতলির নলগোড়া অঞ্চলে একটি খাস জমিতে দোকান বসানো নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় দুই গোষ্ঠীর বিরোধের ফলশ্রুতিতে ঐ দলের অঞ্চল সভাপতি সুনীল হালদার খুন হয়েছেন। খুনের ঘটনায় দলের অন্য গোষ্ঠীর মাতব্বর সাহাজান লস্কর সহ কয়েকজন সমাজবিরোধী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে। ১৯ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, ১৮ জুলাই ভোরে কুলতলিতে সাজাহানের বাড়ি সংলগ্ন একটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ প্রচুর পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলে সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলির আশ্রয়ে এবং পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতায় উল্লিখিত কুখ্যাত সমাজবিরোধী ও খুনি সাজাহান লস্করের নেতৃত্বে সমগ্র কুলতলি এলাকায় এক ভয়াবহ সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এই সাজাহানের নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকার দাগি সমাজবিরোধীদের জড়ো করে ২০০২ সালের ১ অক্টোবর নলগোড়ায় পার্টি অফিস আক্রমণ করা হয় এবং এই আক্রমণে এস ইউ সি আই (সি)-র বিশিষ্ট সংগঠক ও নেতৃস্থানীয় যুব কমরেড অশোক হালদার ও মোসলেম মিস্ত্রী নৃশংসভাবে খুন হন।

এরপর রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হলে সাজাহান তৃণমূল দলের আশ্রয়ে থেকে বিগত কয়েক বছর যাবত তোলাবাজি, ছিনতাই ও সন্ত্রাস চালিয়ে সমগ্র এলাকায় সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সম্প্রতি দলীয় গোষ্ঠী কোন্দলে সুনীল হালদার খুন হওয়ার ঘটনায় সাজাহান পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। আমাদের দলের উল্লিখিত দুই কমরেডকে খুন করার ঘটনার বিচার অবিলম্বে শুরু করা এবং পরবর্তীকালে একের পর এক খুন ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত অপরাধী সাজাহান লস্করের দ্রুত বিচার ও উপযুক্ত শাস্তি বিধানের দাবি আমরা জানাচ্ছি।

এই দুষ্কর্মে আর এক অভিযুক্ত নলগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিগত বোর্ডের সিপিএম প্রধান কালিদাস মণ্ডলকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। উক্ত প্রধান পঞ্চায়েতের লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি ও আত্মসাৎ করায় জয়নগর-২ বিডিও তাঁর বিরুদ্ধে কেস করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও সে এলাকায় প্রকাশ্যে চলাচল করত এবং আমাদের দলের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আমরা উভয় মামলার তারও দ্রুত বিচার ও শাস্তি চাই।

যে সমস্ত অপরাধী এখনও গ্রেপ্তার হয়নি তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচারের স্বার্থে সুনীল হালদার হত্যা কেসের গ্রেপ্তার হওয়া আসামীরা যাতে জামিন না পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গাজায় বর্বর ইজরায়েলি হানার প্রতিবাদে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের বিক্ষোভ

প্যালেস্তাইনের গাজায় বর্বর ইজরায়েলি হানায় তীব্র ধিক্কার জানিয়ে ১৬ জুলাই কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটে অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা হয়। ইজরায়েলি হানায় কয়েকশো সাধারণ মানুষের মৃত্যু এবং হাজার হাজার মানুষের আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা করে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী এবং ফোরামের অন্যতম সদস্য ও প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। তাঁরা দাবি করেন, ভারত সরকারকে প্যালেস্তাইনের উপর আক্রমণকারী ইজরায়েলের মদতদাতা আমেরিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং ইজরায়েলের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। ইজরায়েলের সমস্ত পণ্য বয়কট করার দাবিও তোলেন তাঁরা। পাশাপাশি সরকারকে ইজরায়েল বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করা এবং প্যালেস্তাইনের জনগণের প্রতি সমর্থন জানানোয় বাধ্য করার উদ্দেশে জনগণকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানান তাঁরা। সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ মুক্তার আহমেদ রোশন, ডাঃ নেহাল আহমেদ, সৈয়দ হাসান প্রমুখ।

১৮ জুলাই। মেদিনীপুর শহর

১৮ জুলাই ফোরামের মেদিনীপুর শহর কমিটির উদ্যোগে অনুরূপ প্রতিবাদী সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি হরিপদ মণ্ডল। তিনি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি দীপক বসু, গড়বেতা কলেজের আংশিক সময়ের অধ্যাপক মঙ্গল নায়ক, ফোরামের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক দেবাশিস আইচ।

১৯ জুলাই এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে ক্যানিংয়ের ঘুটিয়ারি শরিফে বিক্ষোভ মিছিল

জলপাইগুড়িতে বন্ধ চা বাগানে ত্রাণশিবির

জলপাইগুড়ি শহরের নিকটবর্তী রায়পুর চা বাগান দীর্ঘদিন বন্ধ। গত ১৯ এবং ২০ জুলাই ডাঃ নর্মান বেথুন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এই চা বাগানে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে। শিলিগুড়ি থেকে পাঁচ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ২০ জন ইন্টার্ন এই শিবিরে যোগ দেন। রোগগ্রস্ত শ্রমিকদের তাঁরা চিকিৎসা করেন ও ওষুধ দেন। বেবিফুডও বিলি করা হয়।

২০ জুলাই এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে ঐ বাগানে প্রায় ৬০০ পরিবারকে চাল ও জামাকাপড় দিয়ে সাহায্য করা হয়। এই ত্রাণসামগ্রী উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। বন্ধ রায়পুর বাগানের সমস্ত শ্রমিক পরিবারের হাতে এ ভাবে কোনও দল বা সরকার সাহায্য তুলে দেয়নি বলে শ্রমিকরা জানান।

এস ইউ সি আই (সি)-র জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড তপন ভৌমিক রায়পুর, রেডব্যাঙ্ক সহ সমস্ত বন্ধ বাগানগুলির সরকারি অধিগ্রহণ ও তা অবিলম্বে খোলার দাবি জানান। পি-এফ, গ্র্যাচুইটি সহ সমস্ত বকেয়া বেতন আদায়ের জন্য আন্দোলনের আহ্বান জানান তিনি। এস ইউ সি আই (সি) দলের বক্তব্য এবং আন্দোলনের কর্মসূচি বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে।

দার্জিলিং-এ চকবাজারে ২১ জুলাই ত্রাণসংগ্রহ

গ্যাংটকে প্রবল ছাত্রবিক্ষোভে বর্ধিত ফি প্রত্যাহৃত

১৮ জুলাই সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালিত

পার্বত্য রাজ্য সিকিমেও এবার ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ আছড়ে পড়ল। রাজধানী গ্যাংটকের টাডং সরকারি কলেজে সম্প্রতি ব্যাপকভাবে ফি বাড়ানো হয়। বৃদ্ধির পরিমাণ চালু ফি-এর ৭-৮গুণ বেশি। এই অন্যায় ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভে সামিল হয়। বিক্ষোভ দমন করতে সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সরকারের পুলিশ ১৪ জুলাই কলেজ ক্যাম্পাসে বর্বর অত্যাচার নামিয়ে আনে। পুলিশের এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসে বহু ছাত্র-ছাত্রী গুরুতর আহত হয়। পুলিশের অত্যাচার ছাত্র বিক্ষোভে ঘৃতাহুতি দেয়। আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ আই ডি এস ও সিকিম ইউনিটের এক প্রতিনিধি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আন্দোলনের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়। দোষী পুলিশের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়। এদিকে এ আই ডি এস ও সর্বভারতীয় কমিটি ফি-বৃদ্ধি ও পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে ১৮ জুলাই দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যকীকরণের তীব্র প্রতিবাদ জানান। সংগঠনের দিল্লি রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে

হায়দরাবাদ

দিল্লি

১৮ জুলাই দোষী পুলিশের শাস্তির দাবি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে, ছাত্র আন্দোলনের চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in